তাওহীদ এবং শিরক

শায়েখ আবুল কালাম আযাদ

(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
এম.এম, এম.এম ও দাওরা হাদীছ ঢাকা)

1401081 بنغالي

স-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার
াঃ বক্স নং ১৪১৯, রিয়াদঃ ১১৪৩১, ফ্যাক্সঃ ২৩২,
ফোনঃ ২৪১৪৪৮৮–২৪১৭৬১৫, সাউদী আরব
E.mail: sulay@w.cn

তাওহীদ এবং শিরক

প্রণয়নেঃ

শাইখ আবুল কালাম আযাদ

(লিসান্স মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব)

সূচীপত্র

লেখকের কথা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَبَعْدُ.

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। অতঃপর আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক যিনি সমস্ত নবী ও রাসূলদের মধ্য হ'তে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অতঃপর কথা হ'লঃ মহান রাববুল আলামীন মানবজাতি এবং জ্বিনজাতিকে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য। অর্থাৎ সকল প্রকার ইবাদতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করা– আর আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার জন্য।

মোট কথা তাওহীদের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠান। আর এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য মহান আল্লাহ যুগে-যুগে, কালে-কালে এক লক্ষেরও বেশী নবী ও রাসূলগণকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। শুধু তাই নয়, এই তাওহীদকে মানুষের মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই মহান আল্লাহ এই আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, পশু-পাখী তথা সব কিছুই মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন।

অতএব তাওহীদের গুরুত্ব যে কত বেশী সেটা আল্লাহর এই সৃষ্টি সম্পর্কে নির্জনে একটু চিন্তা-ভাবনা করলে, গবেষণা করলে অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। মহান আল্লাহ তো এই দুনিয়াকে অনর্থক, বেকার ও উদ্দেশ্য ছাড়াই সৃষ্টি করেন নি।

অতএব মানুষের জীবনে তাওহীদের গুরুত্ব অপরিসীম মনে করে সুধী পাঠক সমাজের খেদমতে তাওহীদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সামান্য আলোচনা এ ছোট পুস্তিকায় পেশ করা হ'ল। এ বইয়ের প্রথমাংশে (لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ) অর্থঃ 'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার আর কোন উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল' এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ২য় অংশে আক্বীদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা তাওহীদের সাথে সঠিক আক্বীদার নিগুঢ় সম্পর্ক। ৩য় অংশে শিরক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা তাওহীদের বিপরীত হ'ল শিরক। অতএব 'তাওহীদ'-কে যথাযথভাবে বুঝতে হ'লে শিরক সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। বলা যেতে পারে যে, এক গ্লাস দুধে এক ফোঁটা বিষ ঢেলে দিলে যেমন ঐ দুধ সবই বিষাক্ত হয়ে যায়– ঠিক তেমনিভাবে একজন ঈমানদার ব্যক্তির জীবনের সমস্ত নেক আমলের সাথে যদি কোন শিরকী আমল মিশ্রিত হয়ে যায়– তাহ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আর ৪র্থ অংশে পীর-ফকীর ও অলী-আওলিয়াদের অসীলা ধরা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা মহান আল্লাহর সাথে অংশীস্থাপনের অন্যতম প্রধান প্রকরণ হ'ল আল্লাহর নেককার বান্দাদের এবং সেই সাথে সাথে নামধারী পীর-ফকীর ও অলী-আওলিয়াদের অসীলা ধরা।

বর্তমান আমাদের সমাজে বা দেশে অল্প শিক্ষিত ভাইদের সংখ্যা শিক্ষিত ভাইদের তুলনায় অনেক বেশী– সেহেতু খুবই

সরল-সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বইটি লেখার চেষ্টা করেছি- যাতে করে স্বল্প শিক্ষিত, শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত সকল শ্রেণীর পাঠক ভাইয়েরা এ বই থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারেন।

একটা সাগরের সমস্ত পানি একটা মাটির কলসে ভর্তি করা যেমন আদৌও সম্ভব নয়- ঠিক তেমনিভাবে 'তাওহীদ', 'আক্বীদা', 'শিরক' এবং 'অসীলা'- এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক বিষয়গুলি এই ছোট বইতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আদৌ সম্ভব নয়। আমি মনে করি যে, এ বইটি পাঠক সমাজের বিবেকে খুব সমান্যতম সাড়া জাগাবে- এটাতে তাদের ইলমী ক্ষুধা নিবারণ হবে না। এ জন্য পাঠক ভাইদেরকে আরো অনেক পড়াশুনা করতে হবে।

এই বইয়ের বিভিন্নমুখী ভুল-ত্রুটি যারা সংশোধন করে দিয়েছেন, যারা এ বই লেখার ব্যাপারে এবং ছাপানোর ব্যাপারে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন, মহান রাব্বুল আলামীন তাঁদের সকলকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বদলা দান করুন, আমীন।

আমার অযোগ্যতা, অত্যধিক ব্যস্ততা এবং সময় স্বল্পতার কারণে এ কাজ সমাধা করতে যেয়ে অবশ্যই অনেক ভুল-ত্রুটি হয়েছে- যেটা পাঠক সমাজের চোখে ধরা পড়বে। মেহেরবানী করে এ সমস্ত ভুল-ত্রুটিগুলি সম্পর্কে জানালে খুবই খুশী হ'ব।

আবুল কালাম আযাদ
গ্রামঃ কাকডাঙ্গা, পোঃ কেড়াগাছি
থানাঃ কলারুয়া, জেলাঃ সাতক্ষীরা

تَوْحِيْدٌ وَمَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ)

তাওহীদ এবং কালিমা শাহাদাতায়েনের তাৎপর্য

(আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই
আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল)

তাওহীদ (التَّوْحِيْدُ)

তাওহীদের শাব্দিক অর্থ হলোঃ 'একত্ব' এবং ইসলামের পরিভাষায় তাওহীদের অর্থ হলোঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে জানা, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর এই তাওহীদ হ'ল, সমস্ত রাসূল (আলাইহিমুছ্‌ছালা-তু অস-সালাম)-গণের দীন। এ দীন ছাড়া আল্লাহ অন্য কারো তৈরি করা দীন গ্রহণ করবেন না এবং ইসলাম ব্যতীত কোন আমলই শুদ্ধ হবে না। কেননা তাওহীদ হ'ল সমস্ত আমলের ভীত, যার উপর নির্ভর করে আমলসমূহকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাজেই যখন কোন আমলের ভিতর তাওহীদ পাওয়া যাবে না– তখন সে আমল দ্বারা কোন লাভও হবে না। যেহেতু কোন ইবাদত তাওহীদ ছাড়া শুদ্ধ হয় না সেহেতু ঐ আমল সব নষ্ট হয়ে যাবে।

তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদ ৩ ভাগে বিভক্তঃ

১. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহঃ

তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ হলোঃ এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ ছাড়া মহাবিশ্বের আর কোন প্রতিপালক নেই, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের রুযীর ব্যবস্থা করেছেন। প্রথম যুগের মুশরিকরা এই তাওহীদে রুবূবিয়্যাতকে স্বীকার করত। তারা এ কথার সাক্ষ্য দিত যে, নিশ্চয় 'আল্লাহ্ তা'আলা' এ মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, বাদশাহ্, পরিচালক,

জীবন দাতা ও মৃত্যু দাতা, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন,

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (سورة العنكبوت: ٦١)

অর্থঃ "আর (হে রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি যদি ঐ সমস্ত মুশরিকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং কে চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ্'। সুতরাং তারা এরপরেও আবার কোন্ দিকে ফিরে যাচ্ছে? (আনকাবূতঃ ৬১)

কিন্তু এ স্বীকারোক্তি এবং উপরোল্লিখিত সাক্ষ্য প্রদান তাদেরকে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করাতে পারে নাই এবং জাহান্নামের আগুন হ'তেও পরিত্রাণ দিতে পারে নাই, এমনকি তাদের জান ও মালকেও হিফাযত করাতে সক্ষম হয় নাই। কেননা তারা তাওহীদে উলূহিয়্যাকে যথাযথভাবে মেনে নিতে পারে নি, কারণ তাদের ইবাদতের কিছু অংশ গাইরুল্লাহর নামে উৎসর্গ করে তারা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করেছিল।

২.তাওহীদুল আসমা অস-সিফাতঃ

'তাওহীদুল আসমা অস-সিফাত' হলো এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তার সাথে এবং তাঁর গুণাবলীর সাথে অন্য কোন ব্যক্তিসত্তার ও কারো কোন গুণাবলীর কোনই তুলনা নেই। এ ছাড়া একচ্ছত্রভাবে পাক

ও পবিত্র আল্লাহ্র জন্যে যে সমস্ত পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী নির্ধারিত আছে– আল্লাহ্র নামগুলিই সেই গুণাবলীর অকাট্য প্রমাণ বহন করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (سورةالشورى:١١)

অর্থঃ "তাঁর সদৃশ কোন বস্তুই নাই। তিনি সব কিছু শুনেন ও সব কিছু দেখেন।" (সূরা শূরাঃ ১১)

এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুরআন মাজীদে নিজের পবিত্র সত্তার জন্য যে সমস্ত গুণ-বাচক নামের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন, সেগুলিকে সমর্থন করা। এ ছাড়া রাসূলুল্লা-হ্ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর জন্য যে সমস্ত গুণ-বাচক নামের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন সেগুলিকেও সমর্থন করা। আর এ সমর্থন এমনভাবে করতে হবে– যেন ঐ সমস্ত গুণ-বাচক নাম আল্লাহর যথাযথ মহত্ত্ব, মর্যাদা ও শান-শওকতের উপযুক্ত প্রমাণ বহন করে। এখানে বিশেষ কোন গুণাবলীর তুলনা করা, সদৃশ স্থাপন করা, আল্লাহর সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীসমূহকে অস্বীকার করা বা ঐগুলিকে আল্লাহর পবিত্র সত্তা হ'তে পৃথকভাবে চিন্তা করা, এমনিভাবে আল্লাহর সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীসমূহের অর্থের কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও জটিল ব্যাখ্যা করা এবং মানুষের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী ঐ সমস্ত অর্থের প্রকার বা ধরণ নির্ধারণ করা–এ সমস্ত কাজের কোনটাই জায়েয নয়।

পরিশেষে আমরা আমাদের মুখের দ্বারা, কোন ধ্যান-ধারণার দ্বারা এবং আমাদের অন্তরের দ্বারা কোন প্রকার প্রচেষ্টা

চালাবো না যে, আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর মধ্য হ'তে কোন কিছু বাদ দিয়ে দিব, অথবা আমরা সৃষ্টজীবের গুণাবলীর সাথে আল্লাহর গুণাবলীর কোন সাদৃশ্য নির্ধারণ করব।

৩.তাওহীদুল উলূহিয়্যাহঃ

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহর অর্থ হলোঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে জানা। অর্থাৎ সকল প্রকার ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্য করা, যা তিনি করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন দু'আ, ভয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভরসা, আগ্রহ, সশ্রদ্ধ ভয়-ভীতি, বিনয়-নম্রতা, আশঙ্কা-ভয়, অনুশোচনা করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন, সাহায্য প্রার্থনা, আশ্রয় প্রার্থনা, কুরবানী বা যবাই করা, নযর বা মানত করা, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যতীত আরো যে সমস্ত ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার কথা এর দলীল−

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (سورة الجن: ١٨)

অর্থঃ "এবং নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে আর কাউকে ডেকো না।" (সূরা জ্বিনঃ ১৮) কাজেই সমস্ত ইবাদত-বন্দেগীর মধ্য হ'তে মানুষ কোন প্রকারেই কোন ইবাদত পাক-পবিত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো জন্যে করবে না। না কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতার জন্য, না কোন প্রেরিত নবীর জন্য, আর আল্লাহ তা'আলার মনোনীত না কোন নেককার বান্দার জন্য। এক কথায় আল্লাহর সৃষ্টজীবের মধ্য হ'তে কারো জন্যে

নয়। কেননা কোন ইবাদতই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যে করা জায়েয হবে না। কাজেই যে ব্যক্তি উল্লেখিত ইবাদতের মধ্য হ'তে কোন ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে করবে তাহ'লে সে আল্লাহর সাথে বড় ধরনের শিরক করবে, যার ফলে তার সমস্ত নেক আমল নষ্ট হয়ে যাবে।

তাওহীদের মূল বক্তব্যঃ

তাওহীদের মূল বক্তব্য হলোঃ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ছাড়া আর সকলের ইবাদত হ'তে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং জান-প্রাণ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে অগ্রসর হওয়া। আর এটা জেনে রাখা উচিত যে- শুধু অন্তরে তাওহীদের দাবী করলে, আর মুখে শাহাদাতের কালিমা পড়লেই যথেষ্ট হবে না-যে সে মুসলিম, যতক্ষণ না সে মুশরিকদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে- যেমনিভাবে মুশরিকরা গাইরুল্লাহর নিকট, মৃত ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাদের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নিকট সুপারিশ কামনা করে যে, তারা তাদের সকল প্রকার অসুবিধা দূর করে দিবে অথবা সেই অসুবিধাগুলিকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিবে। এমনিভাবে তাদের নিকট অন্য সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে। এ ধরনের আরো অনেক শিরকী কাজ- যেগুলো তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

তাওহীদের মর্মকথাঃ

তাওহীদের মর্মকথা হলোঃ তাওহীদকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা ও তার নিগুঢ় রহস্য অবহিত হওয়া এবং তার মর্মমূলে জাগ্রত জ্ঞান ও দৃঢ় আমল সহকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

তাওহীদের আরো তাৎপর্য হলোঃ ভয়, ভালবাসা, ভরসা, প্রার্থনা, প্রত্যাবর্তন, প্রভাব, সম্মান, শক্তিশালী হওয়া ও একনিষ্ঠতা- এ সমস্ত বিষয়ে মন ও প্রাণকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দিকে নিবদ্ধ করা।

মূল কথা হলোঃ গাইরুল্লাহর জন্যে কোন বান্দার মনের মণিকোঠায় কিছুই থাকবে না। আর ঐ সমস্ত জিনিসের জন্য কোন ইচ্ছাও থাকবেনা, যা আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন। যেমন শিরক, বিদ'আত ও পাপসমূহ- পাপ কাজসমূহ বড়ই হোক অথবা ছোটই হোক। আর ঐ সমস্ত কাজ অপছন্দ না করা- যা আল্লাহ তা'আলা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটাই হলো প্রকৃতপক্ষে 'তাওহীদ' এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' একথার মর্মবাণী।

'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এর তাৎপর্য

'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' (আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই) **এর সঠিক তাৎপর্য হলোঃ** ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্যিকারের উপাস্য বা মা'বূদ

নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। কেননা মিথ্যা ও ভণ্ড মা'বূদের সংখ্যা অনেক বেশি, তবে সত্যিকারের মা'বূদ হলেন একমাত্র আল্লাহ্, তিনি 'একক'–যার কোন অংশীদার নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (سورة الحج:٦٢)

অর্থঃ "এটা এ কারণেও যে, আল্লাহই সত্য; আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে– তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্চে মহান।" (সূরা হজ্বঃ ৬২)

'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু'-এর অর্থ শুধু এটা নয় যে– আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, যেমন বহু মূর্খ লোকেরা এই ধারণা করে থাকে। কেননা মক্কার কুরাইশ বংশের 'কাফের' যাদের মাঝে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কে পাঠানো হয়েছিল, তারা সকলেই একথা সহজে মেনে নিয়েছিল যে, একমাত্র আল্লাহই এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক। কিন্তু তারা সকলেই একথা অস্বীকার করেছিল যে– সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যেই প্রযোজ্য, যিনি একক, যার কোন অংশীদার নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ (سورة ص:٥)

অর্থঃ "(মক্কার কাফেররা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিল) সে (মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু

আলাইহি অ-সাল্লাম) কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে? নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।" (সূরা ছোয়াদঃ ৫)

মক্কার কাফেররা 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' এ কালিমার দ্বারা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, এ কালিমা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং সমস্ত ইবাদতকে একমাত্র এক আল্লাহর জন্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়; কিন্তু সেই কাফেররা এটা মোটেই মেনে নিতে পারে নি। এ জন্য রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন– যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দিয়েছিল যে– আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন যোগ্য উপাস্য নেই এবং তারা এই স্বীকারোক্তির যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল–তাহ'ল ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে জানা, তিনি একক, যার কোন অংশীদার নেই।

বর্তমান যুগে ক্ববর পূজারীরা এবং তাদের মত আরো যারা শিরকী আকীদায় বিশ্বাসী তারা শুধু এটাই বিশ্বাস স্থাপন করে যে– 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু'-এর অর্থ হ'ল আল্লাহ্ তা'আলা উপস্থিত ও বিদ্যমান, সমস্ত আবিস্কার ও উদ্ভাবন এবং এতদউভয়ের সাথে সাদৃশ্য বস্তুসমূহ– এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল একমাত্র আল্লাহ্।

পূর্বে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' এ কালিমার ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুশরিকদের ঐ বিশ্বাস বাতিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই যে

ব্যক্তি শুধু ঐ বিশ্বাস পোষণ করবে সে বাহ্যিক বা স্বাভাবিকভাবে তাওহীদকে স্বীকার করল– যদিও সে গাইরুল্লাহর ইবাদত করুক না কেন। যেমন মৃত ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করা, তাদের ক্ববরসমূহের চারিপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা এবং তাদের ক্ববরের মাটি নিয়ে বরকত হাছিল করা ইত্যাদি।

তবে মক্কার কুরাইশ বংশের কাফিররা প্রথম থেকেই একথা ভালো করেই জানত যে 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই' এ কথার অন্তর্নিহিত দাবী হলো– একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া দুনিয়ায় আর সকলের ইবাদতকে বর্জন করা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকেই এক বলে স্বীকার করা। কাজেই মক্কার কাফিররা যদি জেনে বুঝে এক দিকে ঐ কালিমাকে পাঠ করে তা মেনে নিতো, আর অপর দিকে তারা (লা'ত, মানাত ও হুবল) এ সমস্ত মূর্তিপূজায় রত থাকত– তাহ'লে এটা তাদের অন্তরে বিরোধ সৃষ্টি করত। আর এই বিরোধকে তারা সর্বোতভাবে অস্বীকার করত। যার ফলে তারা "আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই" এ কথা কোন রকমেই মেনে নিতে পারে নি।

কিন্তু বর্তমান যুগের ক্ববরপূজারীরা এই অনাচারী বিরোধকে অস্বীকার করে না। যার ফলে তারা একদিকে মুখে বলছে 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই', পরক্ষণেই তারা তাদের এই দাবীকে ভঙ্গ করে ফেলছে মৃত সৎব্যক্তিদের নিকট, আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের নিকট প্রার্থনা করার মাধ্যমে এবং তাদের নৈকট্য লাভ করার জন্য তাদের ক্ববরের পার্শ্বে যেয়ে বিভিন্ন

প্রকার (শির্কী ও বিদ'আতী) কাজ করার মাধ্যমে। মক্কার ঐ আবূ-জাহেল ও আবূ-লাহাব (যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করেছেন) তারাও বর্তমান কবরপূজারীদের চেয়ে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' এ কালিমার অর্থ খুব ভালো করেই জানত। এ প্রসঙ্গে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে– সে সমস্ত হাদীস 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' এ কালিমার অর্থ বর্ণনা করেছে যে, অন্যকে সুপারিশকারী হিসেবে জানা ও আল্লাহর সমকক্ষ বলে মান্য করা, গাইরুল্লাহর এ ধরণের সকল প্রকার ইবাদত হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে জানা, এটাই হ'ল সত্যিকারের হিদায়াত ও সঠিক দীন– যার প্রচার ও প্রসারের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূলকে প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁদের ওপর বহু আসমানী কিতাবও অবতীর্ণ করেছিলেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় অধিকাংশ মানুষ আজ শুধু মুখে মুখে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' পড়ে, অথচ এই কালিমার অর্থ তারা জানেনা এবং কালিমার চাহিদা বা দাবী মোতাবেক আমলও করেনা। এ অবস্থায় তারা নিজেদেরকে তাওহীদ পন্থী বলে দাবী করে– অথচ তারা তাওহীদের মর্মবাণী সম্পর্কে কিছুই অবগত নয়। বরং গাইরুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, তাদেরকে ভয় করা, তাদের নামে কোন জানোয়ার যবেহ করা বা কোন কিছু মানত দেয়া, বিপদে-আপদে তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ও তাদের ওপর ভরসা করা, এমনিভাবে গাইরুল্লাহর আরো অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের অধিকতর নিষ্ঠা ও

একাগ্রতার পরিচয় দিয়ে থাকে– যা নিঃসন্দেহে তাওহীদের পরিপন্থী বরং এই অবস্থায় তারা মুশরিক বলে গণ্য হবে।

ইবনে রজব বলেনঃ

'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' এ কালিমার অর্থকে আন্তরিকভাবে নিশ্চিত ও নির্ধারণ করা, আন্তরিকভাবে একে সত্যায়ন করা এবং নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে একে মেনে নেওয়া। উল্লেখিত গুণাবলী সম্মিলিতভাবে এই দাবী রাখে যে– শক্তিশালী হওয়া, ব্যক্তি প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া, ভয় করা, ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা করা, সম্মান প্রদর্শন করা, ভরসা করা, এ সমস্ত বিষয়ে অন্তরের ভিতরে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতকে মজবুতভাবে ধারণ করতে হবে। আর উল্লিখিত "সমস্ত পরিপূর্ণ গুণাবলী" একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্ট জীবের ইবাদত করাকে অস্বীকার করে। কাজেই কোন বান্দাহ যখন এই অবস্থায় পৌঁছবে, তখন একমাত্র আল্লাহর ভালবাসা ব্যতীত আর কোন ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া-পাওয়া তার অন্তরে স্থান করে নিতে পারবে না; বরং সে তখন শুধু একমাত্র আল্লাহকেই ভালোবাসবে এবং যা কিছু চাওয়ার একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে। এর ফলে তখন সে আন্তরিকভাবে নফসের সমস্ত ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এবং শয়তানের সকল প্রকার প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণাকে অস্বীকার করবে।

সাধারণতঃ কোন মানুষ যখন কোন বস্তুকে ভালোবাসে, অথবা তার অনুসরণ করে তখন সে ঐ বস্তুর জন্যেই কাউকে

ভালোবাসে, অথবা কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে থাকে, মূলতঃ ঐ বস্তুই তার উপাস্য হিসাবে পরিগণিত হয়। কাজেই যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি হাছিলের জন্য কাউকে ভালোবাসল, কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করল অথবা কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করল– তখন একমাত্র আল্লাহই সত্যিকারভাবে ঐ ব্যক্তির উপাস্য হিসাবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি তার নফসের বা প্রবৃত্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য কাউকে ভালোবাসল, কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করল অথবা কারো সাথে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করল– তখন ঐ ব্যক্তির উপাস্য হবে তার নফস বা প্রবৃত্তি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ (الفرقان: ٤٣)

অর্থঃ "হে রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি কি তাকে (মুশরিককে) দেখেন নাই, যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে।" (সূরা ফুরকানঃ ৪৩)

'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'

এ কালিমা পড়ার ফযীলতসমূহ

একনিষ্ঠভাবে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এ কালিমা পড়ার বহু ফযীলত এবং বহু উপকারিতা আছে; কিন্তু এই সমস্ত ফযীলত ঐ ব্যক্তির জন্য কোন উপকারে আসবে না, যে ব্যক্তি শুধু এই কালিমা মুখে মুখে উচ্চারণ করবে। তবে যে ব্যক্তি এই কালিমা

মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে পাঠ করবে এবং এর চাহিদা মোতাবেক আমল করবে, সেই ব্যক্তি ঐ সমস্ত ফযীলত লাভ করতে সক্ষম হবে।

এই কালিমা পাঠের সবচেয়ে বড় ফযীলত হ'ল– যে ব্যক্তি এই কালিমা পাঠের দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন। যেমন উতবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক হাদীসে এসেছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ:لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ (متفق عليه)

অর্থঃ "রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয় যে ব্যক্তি 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এ কালিমা পড়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ ছাড়া আরো বহু হাদীস হ'তে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন, যে ব্যক্তি মনে-প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস করে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এ কালিমা পড়বে। কিন্তু এ ধরণের বর্ণিত হাদীসগুলি বেশ কিছু বড় ধরনের গুণাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট। যারা এই কালিমা শুধু মুখে উচ্চারণ করল তাদের অধিকাংশের ওপর এই ভয় করা হয় যে– এ কালিমা মুখে উচ্চারণ করা সত্ত্বেও মৃত্যুর সময়

তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, অথবা মৃত্যুর সময় তাদেরকে ঐ কালিমা পড়া হ'তে বিরত রাখা হবে। ঐ ব্যক্তির অত্যধিক পাপের কারণে এবং ঐ কালিমাকে তাচ্ছিল্য জ্ঞান করার কারণে পরিশেষে ঐ ব্যক্তি এবং ঐ কালিমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়া হবে।

এমন বহু লোক আছে– যারা শুধু অন্যের অন্ধ অনুকরণ করে অথবা অভ্যাসগতভাবে মুখে এ কালিমা পড়ে। যার ফলে তাদের ঈমান তাদের অন্তরের প্রফুল্লতার সাথে সংমিশ্রিত হ'তে পারে না। আর খুব সম্ভব এ কারণেই তাদের মৃত্যুর সময় এবং তাদের ক্ববরে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে বা শাস্তি দেয়া হবে। ঐ সমস্ত মানুষের বহু দৃষ্টান্ত হাদীসে এসেছে যেমনঃ

"سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئاً فَقُلْتُهُ"(أحمد وأبوداود)

অর্থঃ "আমি মানুষদেরকে এমন এমন বলতে শুনেছি, অতঃপর আমিও তা বলেছি।" (আহমাদ ও আবু দাঊদ)

অতএব এখন হাদীসসমূহের মাঝে কোন বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় না, কেননা ঐ কালিমা পাঠকারী যখন পূর্ণ আন্তরিকতা এবং পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে কালিমা পাঠ করবে, তখন এই অবস্থায় ঐ ব্যক্তি পাপের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। কেননা আল্লাহর প্রতি তার আন্তরিকতা এবং তার বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা তার জন্য এটাই অপরিহার্য করে দিবে যে, দুনিয়ার সমস্ত কিছু হ'তে একমাত্র আল্লাহই তার কাছে অধিক প্রিয় পাত্র হবে।

'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এর রুকনসমূহ

'আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই' এই সাক্ষ্যবাণীর ২টি রুকন বা স্তম্ভ।

১. প্রথম অংশে দুনিয়ার সমস্ত উপাস্যকে অস্বীকার করা হয়েছে।

২. দ্বিতীয় অংশে শুধু আল্লাহকে উপাস্য বলে স্বীকার করা হয়েছে।

অর্থাৎ 'লা-ইলা-হা' এ কথাটি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর সমস্ত উপাস্যকে অস্বীকার করে এবং 'ইল্লাল্লা-হ' একথাটি একমাত্র সেই আল্লাহকেই উপাস্য হিসাবে স্বীকার করে, যিনি একক, যাঁর কোন অংশীদার নেই।

'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'এর শর্তসমূহ

উলামাগণ 'কালিমাতুল এখলাছ' অর্থাৎ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এর ৭টি শর্ত নির্ধারণ করেছেন। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত এ ৭টি শর্ত একত্রে পাওয়া না যাবে, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পূর্ণভাবে এ ৭টি শর্ত মেনে না নিবে এবং ঐ শর্তগুলির মধ্য হতে কোন বিষয়ে কোন প্রকার বিরোধিতা ছাড়াই ঐগুলিকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরে না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি কালিমা পড়ে কোন সার্থকতা লাভ করতে পারবে না।

উপরের কথার দ্বারা ঐ কালিমার শব্দগুলিকে গণনা করা এবং ঐগুলিকে মুখস্থ করা উদ্দেশ্য নয়, কেননা ঐ কালিমার শব্দ মুখস্থকারী এমন বহু হাফেজ আছে, যারা তীরের গতিতে ঐ কালিমা পড়ে তাকে অতিক্রম করে, অথচ তারা ঐ কালিমার পরিপন্থী বহু অন্যায় কাজে লিপ্ত রয়েছে।

কালিমার ৭টি শর্ত

১. اَلْعِلْمُ অর্থঃ **'জ্ঞান' এর উদ্দেশ্য হলোঃ** 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' এ কালিমায় যে সমস্ত জিনিষকে অস্বীকার করা হয়েছে, আর যে সমস্ত জিনিষকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যথাযথভাবে অবগত হওয়া এবং কালিমার না-বোধক ও হ্যাঁ-বোধক অর্থ যে সমস্ত কাজকে আবশ্যকীয় করে দেয়, তা অবগত হওয়া।

অতএব যখন একজন বান্দা একথা স্পষ্টভাবে অবগত হবে যে, নিশ্চয় একমাত্র আল্লাহ্ যিনি মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাশালী, তিনি একক ও একমাত্র উপাস্য এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ইবাদত করা শুদ্ধ নয়। যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত জ্ঞান অনুযায়ী যথাযথভাবে আমল করবে, প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিই ঐ কালিমার সঠিক অর্থ অবগত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

'জ্ঞানের পরিপন্থী বিষয় হলো মূর্খতা' সেহেতু যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহে কোন জ্ঞান রাখে না, সে ব্যক্তি ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা যে ওয়াজিব (আবশ্যকীয়) এটা সে জানেনা, যার ফলে আল্লাহ্র সাথে গাইরুল্লাহ্র ইবাদত করাকে সে জায়েয মনে করে।

আর এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে জ্ঞানের আবশ্যকীয়তা উল্লেখ করে বলেছেনঃ

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (سورة محمد:١٩)

অর্থঃ "হে রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি জেনে রাখুন! একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই।" (সূরা মুহাম্মাদঃ ১৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (سورة الزخرف:٨٦)

অর্থঃ "যারা যথাযথভাবে এই সাক্ষ্য দিয়েছে যে, "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই" তারাই মন-প্রাণ দিয়ে অবগত হয়েছে যে– তারা তাদের মুখ দিয়ে কোন সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করেছে।" (সূরা আয্ যুখরুফঃ ৮৬)

(২) اَلْيَقِيْنُ অর্থঃ **'দৃঢ় বিশ্বাস' এর উদ্দেশ্য হলোঃ** আন্তরিক প্রশান্তি নিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে "আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই" এ সাক্ষ্যবাণী মুখে উচ্চারণ করা– যার ফলে কালিমা পাঠকারী মানবরূপী ও জিনরূপী শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের গভীরকূপে নিমজ্জিত না হয়; বরং ঐ কালিমার চাহিদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে নিশ্চিতভাবে তা পাঠ করতে পারে। কাজেই যে ব্যক্তি আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এই কালিমা পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলাই যে একমাত্র উপাস্য; এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সে সঠিক আস্থা রাখবে, এরপর

সে যখন আল্লাহ্ ছাড়া আর সমস্ত উপাস্যকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করবে, তখন ঐ ব্যক্তির পক্ষে সকল প্রকার ইবাদত ও উপাসনার মধ্য হ'তে সামান্য পরিমাণ কোন ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্যে নির্ধারণ করা মোটেই জায়েয হবে না।

'আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ সত্যিকার উপাস্য নেই' এই সাক্ষ্যবাণীর ব্যাপারে যদি কেউ সন্দেহ পোষণ করে, এমনিভাবে যদি কেউ গাইরুল্লাহর ইবাদত করাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে নীরব থাকে, যেমন সে মুখে বলেঃ "আল্লাহ্র উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি; কিন্তু আল্লাহ্ ছাড়া আরো অন্যান্য উপাস্যদেরকে মিথ্যা বলার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করি" তাহ'লে তার (আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ সত্যিকার উপাস্য নেই) এই সাক্ষ্যবাণী মিথ্যায় পরিণত হবে, যার ফলে এই সাক্ষ্যবাণী তার কোন উপকারে আসবে না।

এই মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ (الحجرات:١٥)

অর্থঃ "নিশ্চয় তারাই সত্যিকার মুমিন, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনার পরে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না।" (সূরা হুজুরাতঃ ১৫)

৩. اَلْقَبُوْلُ অর্থঃ **'গ্রহণ করা'**।

'গ্রহণ করা' এর উদ্দেশ্য হলোঃ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এই পবিত্র কালিমার চাহিদা মোতাবেক সমস্ত বিষয়কে মুখ দিয়ে

স্বীকার করা এবং জান-প্রাণ দিয়ে তা গ্রহণ করা। অতঃপর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) থেকে অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে যে সমস্ত খবর আমাদের নিকট এসেছে এবং যে সমস্ত আদেশ ও নিষেধ আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে, ঐগুলিকে সত্য বলে জানা, যথাযথ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং যথাযথভাবে গ্রহণ করা। আর ঐ সমস্ত বিষয়ের কোন কিছুকে প্রত্যাখ্যান করবে না এবং অপব্যাখ্যা ও অর্থের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিয়ে কুরআন ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণের উপর অবিচার করবে না, যা আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿قُولُوٓاْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ (سورة البقرة: ١٣٦)

অর্থঃ "তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি।" (সূরা বাকারা, ১৩৬)

'গ্রহণের পরিপন্থী বিষয় হ'ল প্রত্যাখ্যান করা' কাজেই যে ব্যক্তি 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' এর যথাযথ অর্থ অবগত হলো এবং তার চাহিদা মোতাবেক সব কিছুকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করল, কিন্তু অহংকার ও হিংসাবশত ঐ কালিমার চাহিদাসমূহকে প্রত্যাখ্যান করল, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ﴾ (الأنعام:٣٣)

অর্থঃ "অতএব হে রাসূল! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) তারা (মক্কার ঐ কাফের ও মুশরিকরা) আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন

করে না বরং যালিমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।" (আনআম, ৩৩)

যে ব্যক্তি ইসলামী শরী'আতের কোন কোন নির্দেশাবলীর অথবা কোন নিয়ম-কানুনের প্রতিবাদ করে, ত্রুটি বর্ণনা করে, অথবা ঐগুলিকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে, তাহ'লে সে ব্যক্তি 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই' এ সাক্ষ্য বাণী মনে-প্রাণে গ্রহণ করল না বরং তাকে প্রত্যাখ্যান করল বলে প্রমাণিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ (سورة البقرة: ٢٠٨)

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ভিতর প্রবেশ কর।" (সূরা বাকারাঃ ২০৮)

(৪) اَلْإِنْقِيَادُ الْمُنَافِيْ لِلشِّرْكِ অর্থঃ **'আনুগত্য শিরকের পরিপন্থী'** এর উদ্দেশ্য হ'ল 'কালিমাতুল এখলাছ' (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু) যে সত্তার উপর প্রমাণ বহন করে, সে সত্তার যথাযথ আনুগত্য করা। আর একেই বলে সত্যিকার আত্মসমর্পণ করা, বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহর নির্দেশাবলীর মধ্য হ'তে কোন বিষয়ে ত্রুটি অনুসন্ধান না করা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ (سورة الزمر: ٥٤)

অর্থঃ "আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে এসো, এবং তাঁর আদেশ পালন কর।" (সূরা যুমার, ৫৪) এমনিভাবে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) যে সমস্ত আদেশ ও

নিষেধ তথা ইসলামী বিধান আল্লাহর নিকট থেকে আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন– সেগুলির প্রতিও আনুগত্য করা। এ ছাড়া রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁর সুন্নাতের ভিতর কোন প্রকার সংযোজন ও বিয়োজন না ক'রে, কোন প্রকার ত্রুটি অন্বেষণ না ক'রে, তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী যথাযথভাবে আমল করা। (মোট কথা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর এ সমস্ত আনুগত্য করা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের শামিল)।

যখন এক ব্যক্তি 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' এ কালিমার সঠিক অর্থ অবগত হলো, তাকে বিশ্বাস করল এবং তাকে মনে-প্রাণে গ্রহণও করল কিন্তু সে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর আনুগত্য করল না, আত্মসমর্পণ করল না, এমন কি তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমলও করল না। তাহ'লে ঐ ব্যক্তির শুধু এই কালিমার অর্থ অবগত হওয়া, একে বিশ্বাস করা এবং একে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা– এ সব কিছুই তাঁর কোন উপকারে আসবে না। কাজেই এই আনুগত্য না থাকার কারণে সেই ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী বিধানের সমস্ত ফায়সালাকে পরিত্যাগ করল। অপরদিকে সে আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী বিধানের পরিবর্তে মানুষের তৈরি করা আইন বা নীতিমালাকে গ্রহণ করে নিল।

৫. اَلصِّدْقُ অর্থঃ **'সত্য বিশ্বাস'**

সত্য বিশ্বাসের উদ্দেশ্য হলোঃ মুসলিম সর্বদা আল্লাহর সাথে সত্য নিষ্ঠার পরিচয় দিবে। যেমন একজন মুসলিম তার ঈমান ও আকীদার (ধর্মীয় বিশ্বাস) ক্ষেত্রে সত্যপরায়ণ হবে। আর যখন একজন মুসলমান এ সত্যপরায়ণতা অর্জন করবে, তখন সে আল্লাহর কুরআনের এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর সমস্ত আদেশ ও নিষেধের সত্যানুসারী হিসাবে পরিগণিত হবে। সত্য বিশ্বাসই হলো সমস্ত কথার ভিত্তি, কাজেই নিজের যে কোন দাবীতে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দেয়া, আল্লাহর আনুগত্যে শক্তি প্রয়োগ করা এবং আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতের নির্ধারিত নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলা, এ সবই সত্য বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة: ١١٩)

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" (সূরা তাওবা, ১১৯)

সত্যের পরিপন্থী বিষয় হ'ল মিথ্যাঃ অতএব যখন কোন মানুষ তার ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী হিসাবে পরিগণিত হবে, তখন তাকে মু'মিন (ধর্ম বিশ্বাসী) বলা যাবে না; বরং তাকে মুনাফিক বা প্রতারণাকারী বলতে হবে– যদিও সে শাহাদাতের বাণী 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে উচ্চারণ করুক না কেন। তার এই সাক্ষ্য বাণী তাকে জাহান্নামের আগুন হ'তে মুক্তি দিতে পারবে না। শুধু তাই নয় রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) যা কিছু আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন তার সমস্ত বিষয়কে অথবা তার অংশ বিশেষকে যখন মিথ্যা প্রতিপন্ন করা

হয়, তখন এই সত্য বিশ্বাসও ঐ সাক্ষ্য বাণীর পরিপন্থী হয়ে যায়। কাজেই পাক ও পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন– 'তাঁর নবীকে সত্যায়ন করার জন্য এবং তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করার জন্য'। এমনিভাবে পাক ও পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে বান্দাদেরকে তাঁর নিজের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন– ঠিক সেখানেই তাঁর নবীকেও অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(৬) اَلْإِخْلَاصُ **এর আভিধানিক অর্থ হলোঃ** নিখাদ, ভেজাল মুক্ত, নিষ্ঠা বা একাগ্রতা ইত্যাদি। আর পারিভাষিক অর্থ হলোঃ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে কোন কিছু করা।

এখানে 'এখলাছ'-এর উদ্দেশ্য হলোঃ শিরকের সকল নোংরামি ও দোষ-ত্রুটি হ'তে মুক্ত হয়ে সৎ নিয়তের মাধ্যমে মানুষের আমলকে পবিত্র করা। যার ফলে একজন মুখলিছ (খাঁটি) মানুষের দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত কথা ও কাজ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে বা আল্লাহর সন্তুটি অর্জনের জন্যেই হবে। যার ভিতরে অন্য মানুষকে কিছু শোনানো বা কিছু দেখানোর প্রবণতা থাকবেনা, অথবা দুনিয়াবী কোন স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি থাকবেনা। এছাড়া কোন ব্যক্তির, কোন সম্প্রদায়ের বা কোন দলের সন্তুষ্টি ও ভালবাসা অর্জনের জন্য বিশেষ কোন কাজে এমনভাবে তাড়িত বা অগ্রসর হবে না, যার ফলে আল্লাহর আনুগত্য ও হিদায়াতের পথ ছেড়ে দিয়ে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ (سورة الزمر: ٣) .

অর্থঃ "জেনে রাখুন! নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত হ'ল আল্লাহর জন্যে" (সূরা যুমারঃ ৩)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (سورة البينة: ٥)

অর্থঃ "আহলে কিতাব (ইহুদী ও খ্রিস্টান) দিগকে শুধুমাত্র এটাই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহরই ইবাদত করবে।" (বাইয়্যিনাহ, ৫)

'এখলাছ'-এর পরিপন্থী বিষয় হলোঃ 'অংশী স্থাপন করা', 'লৌকিকতা প্রদর্শন করা' ও গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা ইত্যাদি। কাজেই কোন বান্দাহ্ যদি তার ইবাদতের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা বা একাগ্রতার ভিত্তি ও নীতি হারিয়ে ফেলে, তাহ'লে তার ঐ শাহাদাতের বাণী মুখে উচ্চারণ করায় কোনই ফল হবে না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾(سورة الفرقان: ٢٣)

অর্থঃ "আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণারূপ করে দেব।" (ফুরকান, ২৩) বান্দার ইবাদতের ভিতরে নিষ্ঠা বা একাগ্রতার ভিত্তি না

থাকার কারণে তার যে ধরনেরই ইবাদত হোক না কেন, তার কোন উপকারে আসবে না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ (سورة النساء: ٤٨)

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে অংশী স্থাপন করবে। তিনি ক্ষমা করবেন এর চেয়ে ছোট পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল, সে (আল্লাহর উপর) বড় ধরনের অপবাদ আরোপ করল।" (সূরা নিসা, ৪৮)

(৭) اَلْمَحَبَّةُ অর্থঃ **'ভালবাসা'**

এখানে ভালবাসার উদ্দেশ্য হলোঃ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এ শ্রেষ্ঠ (উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন) কালিমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসা। এছাড়া এ কালিমা তার চাহিদা মোতাবেক যে সমস্ত অর্থের উপর প্রমাণ বহন করে তাকেও ভালবাসা। আর ঐ সমস্ত ভালবাসা হলো; আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কে মনে-প্রাণে ভালবাসা এবং দুনিয়ার সমস্ত ভালবাসার উপরে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়া। এছাড়া ভালবাসার শর্ত ও উপাদানসমূহকে প্রতিষ্ঠা করা, যেমন আল্লাহ্ তা'আলাকে এমনভাবে ভালবাসা; যে ভালবাসার সাথে সংমিশ্রিত থাকবে আল্লাহর খ্যাতি ও

মহত্ত্ব বর্ণনা করা, তাঁর প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করা, তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় আশা ও ভরসা করা।

এমনিভাবে নিজের নফসের লোভনীয় ও প্রিয় বস্তুসমুহের উপর এবং নফসের কামোত্তেজনার উপর আল্লাহর প্রিয় বস্তুসমূহের অগ্রাধিকার দেয়া ঐ ভালবাসারই অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া আল্লাহর অপছন্দনীয় বস্তসমূহকে ঘৃণা করা, কাফেরদেরকে ঘৃণা করা, তাদের সাথে হিংসা পোষণ করা, তাদেরকে শত্রু হিসাবে জানা, এমনিভাবে কুফুরী ও পাপ কাজ সমূহকে এবং আল্লাহর অবিশ্বাসী ও নাফরমানকে ঘৃণা করাও ঐ ভালবাসারই অন্তর্ভুক্ত।

ভালবাসার নিদর্শনঃ এই ভালবাসার নিদর্শন হলোঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত্ব ইসলামী শরী'আতের পূর্ণভাবে আনুগত্য করা, আর সর্ব বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর পূর্ণ অনুসরণ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة آل عمران: ٣١)

অর্থঃ ("হে মুহাম্মাদ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ঈমানদারগণকে) আপনি বলে দিন যে, তোমরা যদি একমাত্র আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তাহ'লে তোমরা আমারই অনুসরণ কর, তাহ'লে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপগুলিকেও ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ হ'লেন ক্ষমাকারী দয়ালু।" (সূরা আলে ইমরান, ৩১)

ভালবাসার পরিপন্থী বিষয়সমূহঃ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' এ কালিমাকে এবং এ কালিমা তার চাহিদা মোতাবেক যে সমস্ত বস্তুর উপর প্রমাণ বহণ করে সেই সমস্ত বস্তুকেও ঘৃণা করা। এমনিভাবে আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহর মুহাব্বত করা ঐ ভালবাসারই পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ (سورة محمد: ٩)

অর্থঃ "এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, ঐ সমস্ত কাফিররা তা পছন্দ করে না। কাজেই আল্লাহ্ তাদের আমলসমূহ নষ্ট করে দিবেন।" (সূরা মুহাম্মাদ, ৯) এমনিভাবে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা, আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী আল্লাহর বন্ধুদের সাথে দুশমনি রাখা, এসবগুলিই ঐ ভালবাসাকে অস্বীকার করে।

‘মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল’–এ সাক্ষ্যবাণীর তাৎপর্য

‘নিশ্চয় মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল’ এ সাক্ষ্য বাণীর তাৎপর্য হলোঃ

১. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) যে সমস্ত বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, সে সমস্ত বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করা,

২. তিনি যে সমস্ত বিষয়ের খবর দিয়েছেন– সেগুলিকে সত্য বলে বিশ্বাস করা।

৩. তিনি যে সমস্ত বিষয়ে নিষেধ করেছেন, ভয় প্রদর্শন করেছেন, সে সমস্ত বিষয় হ'তে দূরে সরে থাকা।

এমনিভাবে যে সমস্ত বিষয়কে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী শরী'আত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, শুধুমাত্র সেই সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর ইবাদত করা। কাজেই ‘মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল’ এই সাক্ষ্য বাণীর যে কয়টি রুকন উপরে বর্ণিত হয়েছে– ঐ রুকনগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা, বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক মুসলিম-এর জন্য একান্ত কর্তব্য।

অতএব যে ব্যক্তি ‘মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল’ এ সাক্ষ্য বাণী শুধুমাত্র মুখে মুখে উচ্চারণ করল, অপর দিকে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর নির্দেশ বর্জন করল, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হলো এবং রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে বাদ দিয়ে

অন্যকে অনুসরণ করল, এ ছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলা যে সমস্ত বিষয়কে শরীয়ত হিসাবে নির্ধারণ করেন নি, সে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর ইবাদত করল, তাহ'লে সে ব্যক্তি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর রিসালত সম্পর্কে পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবে না। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ" (رواه البخاري)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল– সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল– সে অবশ্যই আল্লাহর নাফরমানী করল।" (বুখারী)

রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" (متفق عليه)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমার এই শরী'আতের ভিতর এমন কিছু নতুন আবিস্কার করল, যা ঐ শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়; তাহ'লে তা পরিত্যাজ্য।" (বুখারী ও মুসলিম)

এমনিভাবে 'মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল' এই সাক্ষ্যবাণীর চাহিদা হলোঃ এই বিশ্বজগতের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যাপারে, প্রতিপালন করার ব্যাপারে

অথবা মানুষের পক্ষ থেকে ইবাদত পাওয়ার ব্যাপারে 'নিশ্চয় রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর অধিকার আছে' এরূপ কোন ধারণা বা বিশ্বাস মোটেই করা যাবে না। তাহ'লে আল্লাহর সাথে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে অংশীস্থাপন করা হবে। বরং এটাই যথার্থ যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা– যার ইবাদত করা যাবে না, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে না। এ ছাড়া তিনি একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত নিজের নফসের জন্যে এবং অন্যের জন্যে কোন প্রকার ভালো ও মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন না।

اَلْمَسَائِلُ الْمُهِمَّةُ الَّتِيْ تَتَعَلَّقُ بِالْعَقِيْدَةِ

আক্বীদাহ সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

আক্বীদা সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাহ

১. প্রশ্নঃ মহান আল্লাহ কোথায় অবস্থান করেন ?

উত্তরঃ মহান আল্লাহ আরশে আযীমের উপর অবস্থান করেন। আল্লাহর কথাই এর দলীল।

﴿الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴾ (سورة طـــه :٥)

অর্থঃ "(তিনি আল্লাহ্) পরম দয়াময় আরশের উপর সমুন্নত রয়েছেন" (ত্বা-হা, ৫)।

মহান আল্লাহ্ আসমানের উপর বা আরশে আযীমের উপর সমুন্নত আছেন, এটা কুরআন মাজীদের ৭টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। অতএব যারা দাবী করেন যে, মহান আল্লাহ সর্ব জায়গায় বিরাজমান, অথবা তিনি মু'মিন বান্দার ক্বলবের ভিতর অবস্থান করেন, আর মু'মিন বান্দার ক্বলব বা অন্তর হলো আল্লাহর আরশ বা ঘর, তাদের এ সমস্ত দাবী সবই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

২. প্রশ্নঃ মহান আল্লাহর চেহারা অর্থাৎ মুখমণ্ডল আছে কি ? থাকলে তার দলীল কী ?

উত্তরঃ হাঁ, মহান আল্লাহর চেহারা অর্থাৎ মুখমণ্ডল আছে। আল্লাহর কথাই এর দলীল ।

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (سورة الرحمن: ٢٦-٢٧)

অর্থঃ "(কিয়ামতের দিন) ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। (হে রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালন কর্তার চেহারা মুবারক অর্থাৎ সত্তাই একমাত্র বাকী থাকবে।" (আর-রাহমান, ৩৬-৩৭)

৩. প্রশ্নঃ মহান আল্লাহর কি হাত আছে? থাকলে তার দলীল কী?

উত্তরঃ হাঁ, মহান আল্লাহর হাত আছে, আল্লাহর কথাই এর দলীল।

﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (سورة ص:٧٥)

অর্থঃ "আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! আমি নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সামনে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল"? (ছোয়াদ,৭৫)

৪. প্রশ্নঃ মহান আল্লাহর কি চক্ষু আছে? থাকলে তার দলীল কি?

উত্তরঃ হাঁঃ, মহান আল্লাহর চক্ষু আছে। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি মূসা (আঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ (سورة طـــه :٣٩)

অর্থঃ "আমি আমার নিকট হ'তে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও। (ত্বা-হা, ৩৯) এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে সান্ত্বনা দিতে যেয়ে বলেন,

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ (الطور:٤٨)

অর্থঃ "[হে রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)] আপনি আপনার পালন কর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করুন, আপনি আমার চোখের সামনেই রয়েছেন। (আত-তূর,৪৮)

৫. প্রশ্নঃ মহান আল্লাহ শুনেন এবং দেখেন, এর দলীল কী?

উত্তরঃ মহান আল্লাহ শুনেন এবং দেখেন। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (سورة المجادلة:١)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শ্রবণ করেন ও দেখেন।" (আল মুজাদালাহ, ১)

৬. প্রশ্নঃ মানুষের শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি, অপর দিকে মহান আল্লাহর শ্রবন শক্তি ও দর্শন শক্তি, এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তরঃ হাঁ, মানুষেরা কানে শুনে ও চোখে দেখে, অপর দিকে মহান আল্লাহ কানে শুনেন ও চোখে দেখেন, এ দুয়ের মাঝে অবশ্যই বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল।

যেমন তিনি বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (سورة الشورى: ١١)

অর্থঃ "আল্লাহর সদৃশ কোন বস্তুই নাই এবং তিনি শুনেন ও দেখেন।" (শূরা, ১১)

বাস্তবতার আলোকে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, নিঃসন্দেহে মানুষের দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তির একটা নির্ধারিত আয়তন, সীমা বা দূরত্ব আছে, যার ভিতরের বস্তুগুলি মানুষেরা সহজে চোখে দেখতে পায় ও আওয়াজ বা শব্দ সমূহ সহজে কানে শুনতে পায়। তবে ঐ নির্ধারিত সীমা বা দূরত্বের বাহিরে চলে গেলে তখন মানুষ আর কিছুই চোখে দেখতেও পায় না আর কানে শুনতেও পায় না। অপর দিকে মহান আল্লাহর দর্শণ শক্তি ও শ্রবণ শক্তির জন্য নির্ধারিত কোন সীমা বা দূরত্ব বলতে কিছুই

নেই। যেমন মানুষেরা ২/৩ হাত দূর থেকে বইয়ের ছোট অক্ষরগুলি দেখে পড়তে পারে, কিন্তু ৭/৮ হাত দূর থেকে ঐ অক্ষরগুলি আর পড়া সম্ভব হয় না। এমনি ভাবে মানুষের চোখের সামনে যদি সামান্য একটা কাপড় বা কাগজের পর্দা ঝুলিয়ে রাখা হয় – তাহলে ঐ কাপড় বা কাগজের ও পাশে সে কিছুই দেখতে পায় না। এমনিভাবে মানুষেরা গভীর অন্ধকার রাতে কিছুই দেখতে পায় না। অপর দিকে মহান আল্লাহ তা'আলা অমাবশ্যার ঘোর অন্ধকার রাতে কাল পাহাড় বা কাল কাপড়ের উপর দিয়ে কাল পিপড়া চলাচল করলেও সেই পিঁপড়াকে দেখতে পান এবং তার পদধ্বনি শুনতে পান।

৭.প্রশ্নঃ একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ গায়েবের খবর রাখেন কি?

উত্তরঃ না, একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ গায়েবের খবর রাখেন না। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (البقرة:٣٣)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত আছি, এবং সে সব বিষয়েও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন রাখ।" (বাক্বারাহ,৩৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ﴾ (الأنعام : ٥٩)

অর্থঃ "সেই মহান আল্লাহর কাছে অদৃশ্য জগতের সমস্ত চাবি রয়েছে। সেগুলো একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না। (আন'আম, ৫৯)

৮. প্রশ্নঃ দুনিয়ার জীবনে মু'মিন বান্দাদের পক্ষে স্বচক্ষে অথবা স্বপ্নযোগে মহান আল্লাহর দর্শন লাভ করা অর্থাৎ আল্লাহকে দেখা কি সম্ভব ?

উত্তরঃ না, দুনিয়ার জীবনে মু'মিন বান্দাদের পক্ষে স্বচক্ষে অথবা স্বপ্ন যোগে মহান আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي ..﴾ (الأعراف:١٤٣)

অর্থঃ "তিনি (মূসা (আঃ) আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,) হে আমার প্রভূ ! তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। উত্তরে মহান আল্লাহ (মূসা (আঃ) কে) বলেছিলেন, হে মূসা! তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না। (আ'রাফ, ১৪৩)

উক্ত আয়াত দ্বারা এবং আরো অন্য আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, সৃষ্ট জীবের কোন চক্ষু এমনকি নাবী ও রাসূলগণের কেউই দুনিয়ার জীবনে মহান আল্লাহকে দেখতে পায় নি আর কেউ পাবেও না। অতএব যারা বা যে সমস্ত নামধারী পীর সাহেবরা দাবী করে যে, তারা স্বপ্নে আল্লাহকে দেখতে পায়, তারা ভন্ড, ও মিথ্যুক এতে কোন সন্দেহ নেই।

৯– প্রশ্নঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কি মাটির তৈরি না নূরের তৈরি ?

উত্তরঃ আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) মাটির তৈরী। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ (الكهف:١١٠)

অর্থঃ "আপনি (হে রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) উম্মাতে মুহাম্মাদীদেরকে) বলে দিন যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী নাযেল হয় যে, নিশ্চয় তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য। (আল-কাহফ, ১১০)

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) দৈহিক চাহিদার দিক দিয়ে আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। তিনি খাওয়া-দাওয়া, পেশাব-পায়খানা, কেনা-বেচা, বিবাহ-শাদী, ঘর-সংসার সবই আমাদের মতই করতেন। পার্থক্য শুধু এখানেই যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও নবী ছিলেন, তাঁর কাছে আল্লাহর তরফ থেকে দুনিয়ার মানুষের হিদায়াতের জন্য অহী নাযেল হ'ত, আর আমাদের কাছে অহী নাযেল হয় না। অতএব যারা রাসূলের প্রশংসা করতে যেয়ে নূরের নবী বলে অতিরঞ্জিত করল, তারা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) - এর প্রতি মিথ্যার অপবাদ দিল।

১০. প্রশ্নঃ অনেক বই পুস্তকে লেখা আছে, এ ছাড়া আমাদের দেশের ছোট খাট বক্তা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তাদের অধিকাংশই বলে থাকেন যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন, আরশ-কুরসী কিছুই সৃষ্টি করতেন না– এ কথাটি ঠিক না বেঠিক ?

উত্তরঃ উল্লিখিত কথাগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও মিথ্যা। কারণ কুর'আন ও ছহীহ হাদীছ থেকে এর স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। অপরদিকে কুর'আন মাজীদের সূরা আয-

যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, "আমি জ্বিন জাতি এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য' ।

১১. প্রশ্নঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কি গায়েবের খবর রাখতেন?

উত্তরঃ না, আমাদের নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) গায়েবের খবর রাখতেন না। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾

(الأعراف،١٨٨)

অর্থঃ ("হে মুহাম্মাদ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)) আপনি ঘোষণা করে দিন যে, একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোনই হাত নেই। আর আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম, তাহ'লে বহু কল্যাণ লাভ করতে পারতাম, আর কোন প্রকার অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। (আল-আ'রাফ, ১৮৮) বাস্তবতার আলোকে আমরা একথা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)যদি গায়েবের খবর জানতেন, তাহ'লে অবশ্যই তিনি ওহুদের যুদ্ধে, বদরের যুদ্ধে, তায়েফে এবং আরো অন্যান্য অবস্থার পরিপেক্ষিতে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতেন না।

১২.প্রশ্নঃ অনেক আলেম ও বক্তারা বলে থাকেন যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর দেহ বা শরির মুবারকের চারি পার্শে যে সমস্ত মাটি রয়েছে - সে

সমস্থ মাটির মূল্য বা মর্যাদা আল্লাহর আরশের মূল্য বা মর্যাদার চেয়েও বেশী।এ কথাটি ঠিক না বেঠিক ?

উত্তরঃ উল্লিখিত কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও মিথ্যা, কেননা কুর'আন ও হাদীছ থেকে এর স্বপক্ষে কোন কিছুই পাওয়া যায় না।

১৩. প্রশ্নঃ অনেকেই নামধারি পীর-মুর্শিদ, অলী-আওলিয়াদের এবং মুহাম্মাদ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)-এর অসীলা করে আল্লাহর নিকট দু'আ করে থাকে । এটা জায়েয কি জায়েয নয়?

উত্তরঃ উল্লিখিত বিষয়টি জায়েয নয়। কেননা মৃত ব্যক্তির অছিলা করে আল্লাহর কাছে দুয়া করা নিষেধ বা হারাম, সেই মৃত ব্যক্তি কোন নবী বা রাসূল হোন না কেন।

১৪. প্রশ্নঃ 'মীলাদ মাহফিল' কায়েম করা অর্থাৎ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর জন্ম বার্ষিকী পালন করা জায়েয কি জায়েয নয়? যদি জায়েয না হয়, তাহ'লে আমাদের দেশের অধিকাংশ আলেম-উলামারা মীলাদ পড়ান কেন?

উত্তরঃ 'মীলাদ মাহফিল' কায়েম করা অর্থাৎ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর জন্ম বার্ষিকী পালন করা নিঃসন্দেহে না জায়েয। কারণ এর স্বপক্ষে কুর'আন মাজীদ ও ছহীহ হাদীছ হতে এবং ছাহাবা কিরামদের আমল ও পরবর্তী উলামায়ে মুজতাহিদীনদের তরফ থেকে কোনই প্রমাণপঞ্জী নেই। সেহেতু এটা ইসলামী শারীয়তে নতুন আবিষ্কার তথা বিদ'আত। যার পরিণাম গোমরাহী, পথভ্রষ্টতা ও জাহান্নাম।

১৫. প্রশ্নঃ মহান আল্লাহকে পূর্ণভাবে ভাল বাসা বা আনুগত্য করার উত্তম পদ্ধতি কী?

উত্তরঃ মহান আল্লাহকে পূর্ণভাবে ভালবাসার উত্তম পদ্ধতি হলোঃ খালেছ অন্তরে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা, আর দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর অনুসরণ করা। মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (أل عمران: ٣١)

অর্থঃ "(হে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)আপনার উম্মাতদেরকে) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভাল বাসতে চাও, তাহ'লে তোমরা আমারই অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে ভাল বাসবেন,আর তোমাদের পাপও ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।

(আল-ইমরান, ৩১)

১৬. প্রশ্নঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) কে পূর্ণভাবে ভাল বাসা বা অনুসরণ করার উত্তম পদ্ধতি কী?

উত্তরঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কে পূর্ণভাবে ভালবাসার উত্তম পদ্ধতি হলোঃ রাসূলুলাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর প্রত্যেকটা সুন্নাতকে দ্বিধাহীন চিত্তে যথাযথভাবে অন্তর দিয়ে ভালবাসা, আর সাধ্যানুযায়ী তা আমল করার চেষ্টা করা।

মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ٦٥)

অর্থঃ অতএব (হে মুহাম্মাদ! (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)) আপনার প্রতিপালকের কসম, তারা কখনই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ তাদের মাঝে সৃষ্ট কোন ঝগড়া বা বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে তারা ন্যায় বিচারক হিসাবে মেনে না নিবে অতঃপর তারা আপনার ফায়ছালার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা বোধ না করে, তা শান্তিপূর্ণভাবে কবূল করে নিবে"। (আন-নিসা, ৬৫)

এ মর্মে রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ أَحَبَّنِيْ وَ مَنْ أَحَبَّنِيْ فَكَانَ مَعِيَ فِيْ الْجَنَّةِ

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভাল বাসল, সে যেন আমাকে ভাল বাসল। আর যে ব্যক্তি আমাকে ভাল বাসল সে আমার সাথে জান্নাতে বসবাস করবে।"

১৭. প্রশ্নঃ বিদ'আতের অর্থ কী? বা বিদ'আত কাকে বলা হয় ?

উত্তরঃ পারিভাষিক অর্থে সুন্নাতের বিপরীত বিষয়কে 'বিদ'আত' বলা হয়। আর শারঈ অর্থে বিদ'আত হলোঃ "আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে ধর্মের নামে নতুন কোন প্রথা চালু করা, যা শরীয়তের কোন ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল নয়।" (আল-ই'তিছাম ১/৩৭পৃঃ)

১৮. প্রশ্নঃ বিদ'আতী কাজের পরিণতি কী কী?

উত্তরঃ বিদ'আতী কাজের পরিণতি হলো ৩ টি।

১. ঐ বিদ'আতী কাজ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবেনা।

২. বিদ'আতী কাজের ফলে মুসলিম সমাজে গোমরাহীর ব্যাপকতা লাভ করে।

৩. আর এই গোমরাহীর ফলে বিদ'আতীকে জাহান্নাম ভোগ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) বলেন,

"مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " (متفق عليه)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়তে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) আরো বলেছেন,

" وَإِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِيْ النَّارِ "

অর্থঃ "আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হতে সাবধান থাক ! নিশ্চয় প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আতই হলো গোমরাহী, আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হলো জাহান্নাম।" (আহমাদ, আবূদাঊদ,তিরমিযী...)

১৯. প্রশ্নঃ আমাদের দেশে প্রচলিত কয়েকটি বড় ধরণের বিদআতী কাজ উল্লেখ করুন?

উত্তরঃ

১. 'মীলাদ মাহফিলের' অনুষ্ঠান করা।

২. 'শবে-বরাত' পালন করা।

৩. 'শবে-মেরাজ' পালন করা।

৪. মৃত ব্যক্তির কাযা বা ছুটে যাওয়া নামায সমূহের কাফ্ফারা আদায় করা।

৫. মৃত্যুর পর ৭ম, ১০ম, অথবা ৪০তম দিনে খাওয়া-দাওয়া ও দু'আর অনুষ্ঠান করা।

৬. ইছালে ছাওয়াব বা ছাওয়াব রেসানী বা ছাওয়াব বখশে দেওয়ার অনুষ্ঠান করা

৭. মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাতের জন্য অথবা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে খতমে কুরআন অথবা খতমে জালালীর অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি

৮. জোরে জোরে চিল্লিয়ে যিকর করা।

৯. হালকায়ে যিকিরের অনুষ্ঠান করা।

১০. পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হওয়া

১১. মা-বোন ও স্ত্রীকে পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হওয়ার জন্য এবং তাদের খেদমত করার জন্য পাঠানো।

১২. ফরয, সুন্নাত, ও নফল তথা বিভিন্ন ধরনের নামায শুরু করার পূর্বে মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যাত পড়া।

১৩. পেশাব করার পরে পানি থাকা সত্ত্বেও অধিকতর পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কুলুখ নিয়ে ২০,৪০,৭০ কদম হাটাহাটি করা, জোরে জোরে কাশি দেয়া, হেলা দুলা করা, পায়ে পায়ে কাচি দেয়া এসবই বেহায়া কাজ ও পরিষ্কার বিদ'আত।

১৪. অনেকে ধারণা করেন যে, তাবলীগ জামা'তের সাথে যেয়ে ৩টা অথবা ৭টা চিল্লা দিলে ১হজ্বের সওয়াব হয়। এ সমস্ত কথা সবই বানোয়াট ও মিথ্যা, তথা বিদ'আত।

২০. প্রশ্নঃ যদি কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) এর নামে মিথ্যা হাদীছ তৈরি করে অর্থাৎ বানাওয়াটি ও মনগড়া কথা মানুষের সামনে বর্ণনা করে বা বই পুস্তকে লিখে প্রচার করে, তাহলে তার পরিণতি কী হবে?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করে মানুষের কাছে বর্ণনা করে তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। রাসূলের কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

"مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "

“যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলে, সে জাহান্নামে তার স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।”

২১. প্রশ্নঃ আল্লাহ তা'আলা নাবী ও রাসূলগণকে দুনিয়ায় কী জন্য পাঠিয়েছিলেন?

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা অগণিত, অসংখ্য নবী ও রাসূলগণকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, তাদের মাধ্যমে মানুষদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে তথা আল্লাহর একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য। আর আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করা থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখার জন্য। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾

(سورة النحل:٣٦)

অর্থঃ “আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্যে আমি তো প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছি”। (আন্ নাহল, ৩৬)

২২. প্রশ্নঃ ইবাদতের অর্থ কী? এবং 'ইবাদত' কালিমা, নামায, রোযা, হাজ্জ ও যাকাত এ কয়টির মধ্যেই কি সীমাবদ্ধ?

উত্তরঃ ইবাদতের অর্থঃ প্রকাশ্য এবং গোপনীয় ঐ সকল কাজ ও কথা যা আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন বা যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় তাকে ইবাদত বলা হয়।

***ইবাদতঃ** কালেমা, নামায, রোযা, হাজ্জ ও যাকাত এ কয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(سورة الأنعام:١٦٢)

অর্থঃ "(হে রাসূল" (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)) আপনি বলে দিন যে, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, এবং আমার জীবন ও মরণ সব কিছুই সেই আল্লাহর জন্য যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।" (সূরা আনআম, ১৬২)

উক্ত আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হ'ল যে, কালেমা, নামায, রোযা, হাজ্জ ও যাকাত ছাড়াও মানুষের জীবনের প্রতিটি ভাল কথা ও কাজ ইবাদতের ভিতর গণ্য। যেমন দু'আ করা, বিনয় ও নম্রতার সাথে ইবাদত করা, হালাল উপার্জন করা ও হালাল খাওয়া, দান-খয়ারাত করা, পিতা-মাতার সেবা করা, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করা, এবং সর্ব কাজে ও কথায় সত্যাশ্রয়ী হওয়া, এবং মিথ্যা বর্জন করা ইত্যাদি।

২৩. প্রশ্নঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপের কাজ কোনটি?

উত্তরঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপের কাজ হলো, বড় শিরক। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (سورة لقمان:١٣)

অর্থঃ " লোকমান (আঃ) তাঁর ছোট ছেলেকে উপদেশ দিতে যেয়ে বলেছিলেন, হে আমার ছোট ছেলে! তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করবে না । কেননা শিরক হলো সবচেয়ে বড় যুলুম" (অর্থাৎ বড় পাপের কাজ)।

২৪. প্রশ্নঃ বড় শির্ক কাকে বলা হয়? এবং বড় শির্ক কয়টি ও কী কী?

উত্তরঃ বড় শিরক হলোঃ বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের মধ্য হ'তে কোন ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টির জন্যে নির্ধারণ করা। যেমন আল্লাহ ছাড়া কোন পীর-ফকীর বা অলী-আউলিয়াদের কাছে সন্তান চাওয়া, ব্যবসা বাণিজ্যে আয়-উন্নতির জন্যে বা কোন বিপদ থেকে মুক্তির জন্যে কোন পীর ফকীরের নামে মান্নত দেয়া, কোন জানোয়ার যবেহ করা ইত্যাদি। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة يونس:١٠٦)

অর্থ: "(হে মুহাম্মাদ! (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)) আপনি আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কোন বস্তুর ইবাদত করবেন না, যা আপনার কোন প্রকার ভাল ও মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই হে নবী! আপনি যদি এমন কাজ করেন, তাহ'লে আপনিও যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।" (সূরা ইউনূস, ১০৬)

বড় শিরকের কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই তবে বড় শিরকের শাখা প্রশাখা অনেক, তার মধ্য হ'তে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকা, অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া।
২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খুশী করার জন্য যবেহ করা।
৩. আল্লাহ ছাড়া অন্যের সামে মান্নত মানা।
৪. কবরবাসীর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তার কবরের চারি পার্শ্বে তাওয়াফ করা ও কবরের পাশে বসা।

৫. বিপদে-আপদে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা।

২৫. প্রশ্নঃ বড় শির্কের দ্বারা মানুষের কি ক্ষতি হয়?

উত্তরঃ বড় শিরকের দ্বারা মানুষের সৎ আমল সব নষ্ট হয়ে যায়, জান্নাত হারাম হয়ে যায়। চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়। আর তার জন্যে পরকালে কোন সাহায্যকারী থাকেনা। আল্লাহর কথাই এর দলীল যেমন তিনি বলেন,

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورة الزمر:٦٥)

অর্থঃ "(হে নবী! (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)) আপনি যদি শিরক করেন– তাহ'লে নিশ্চয়ই আপনার আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন" (যুমার, ৬৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ (سورة المائدة:٧٢)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন, তার চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে জাহান্নাম। এ সমস্ত যালেম তথা মুশরিকদের জন্য কেয়ামতের দিন কোন সাহায্যকারী থাকবে না।" (সূরা মায়িদাহ,৭২)

২৬. প্রশ্নঃ শির্ক মিশ্রিত সৎ আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে কি?

উত্তরঃ না, শিরক মিশ্রিত সৎ আমল সবই নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। উল্লেখিত সূরা যুমারের ৬৫ নং আয়াত এর স্পষ্ট দলীল।

২৭. প্রশ্নঃ মৃত অলী-আওলিয়াদের দ্বারা এবং অনুপস্থিত জীবিত অলী-আওলিয়াদের দ্বারা অছীলা করে দু'আ করা এবং বিপদে-আপদে পড়ে সাহায্য চাওয়া জায়েয কি না?

উত্তরঃ জায়েয নয়। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ (سورة الأعراف:١٩٤)

অর্থঃ "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তো সবাই তোমাদের মতই বান্দা।" (আরাফ, ১৯৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (سورة النحل:٢١)

অর্থঃ "তারা তো মৃত, প্রাণহীন, এবং তাদেরকে কবে পুণরুত্থিত করা হবে তারা তাও জানে না।" (নাহল, ২১) এ মর্মে রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) তাঁর চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

"وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ "

অর্থঃ "যখন তুমি কোন কিছু চাইবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন তুমি কোন সাহায্য চাইবে, তখন একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে"।

২৮. প্রশ্নঃ উপস্থিত জীবিত ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ, জায়েয, উপস্থিত জীবিত ব্যক্তি তিনি যে সমস্ত বস্তু সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন, সে সমস্ত বস্তু তার কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ (سورة القصص:١٥)

অর্থঃ "মূসা (আলাইহিছ ছালাতু অস-সালাম) এর দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে মূসা (আলাইহিছ ছালাতু অস-সালাম) এর সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন মূসা (আলাইহিছ ছালাতু অস-সালাম) তাকে ঘুষি মারলেন, এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে ফেললেন। (সূরা ক্বাসাস, ১৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (سورة المائدة:٢)

অর্থঃ "তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর নেক কাজ করতে এবং পরহেজগারীর ব্যাপারে। তবে পাপ কাজে ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো না।" (সূরা মায়িদাহ, ২) এ মর্মে রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) বলেন,

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (رواه مسلم)

অর্থঃ "কোন বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ সেই বান্দার সাহায্যে নিয়োজিত থাকবেন।" (মুসলিম)

২৯. প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা কি জায়েয?

উত্তরঃ না, যে সমস্ত বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না, সে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া না জায়েয তথা শিরক। আল্লাহর কথাই এর দলীল—

যেমন তিনি বলেন,

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (سورة الفاتحة:٥)

অর্থঃ "(হে আল্লাহ!) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরা ফাতিহা, ৫)

৩০. প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মান্নত করা জায়েয কি ?

উত্তরঃ না, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মান্নত করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ (سورة آل عمران:٣٥)

অর্থঃ "(এমরানের স্ত্রী বিবি হান্নাহ) আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেন, হে আমার রব্ব ! আমার পেটে যে সন্তান আছে তা আমি মুক্ত করে আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছি।" (আলে এমরান, ৩৫)

৩১.প্রশ্নঃ যাদুর বিধান কী? এবং যাদুকরের শাস্তি কী?

উত্তরঃ যাদুর বিধান হলোঃ কাবীরাহ গোনাহ, আর কখনো কুফরী। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাদুকর কখনো মুশরিক, কখনো কাফির আবার কখনো ফিৎনা সৃষ্টিকারী হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। যাদুকরের কার্যক্রম অনুযায়ী কখনো তার শাস্তি হিসেবে, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (سورة البقرة:١٠٢)

অর্থঃ "কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করেছিল, আর তারা মানুষদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত।" (বাক্বারাহ, ১০২)

৩২. প্রশ্নঃ গণক ও জ্যোতিষীরা কি গায়েবের খবর রাখে? এবং গণক ও জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করার বিধান কী?

উত্তরঃ না, গণক ও জ্যোতিষীরা গায়েবের খবর রাখে না। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (سورة النمل:٦٥)

অর্থঃ "(হে রাসূল! (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) আপনি বলেদিন, একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনে আর যারা থাকে তাদের কেহই গায়েবের খবর রাখে না।" (নামল, ৬৫)

*** গণক ও জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করার বিধান হলোঃ** গণক ও জ্যোতিষীদের কথায় বিশ্বাস করা হলো আল্লাহর সাথে কুফুরী করা। যেমন এ প্রসঙ্গে নবী করীম (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) বলেছেন,

"مَنْ أَتَى عَرَّافاً، أَوْ كَاهِناً، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" . (صحيح رواه أحمد)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি গণক ও জ্যোতিষীদের নিকট গেল, অথবা তারা যা বলল, তা বিশ্বাস করল, তাহলে সে মুহাম্মাদ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)-এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে অর্থাৎ 'কুরআন মাজীদ' তার সাথে কুফুরী করল। (অর্থাৎ সে আল্লাহর সাথেই কুফুরী করল) (আহমাদ)

৩৩. প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা কি জায়েয?

উত্তরঃ না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম করা বা শপথ করা জায়েয নয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) বলেছেন,

"مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ " (صحيح رواه أحمد)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করল।" (আহমাদ)

৩৪. প্রশ্নঃ বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে মুক্তির জন্য এবং মানুষের বদ নযর হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ধাতু দ্বারা নির্মিত যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, পাথর, তামা ও লোহার আংটি, মাদুলি, বালা ব্যবহার করা এমনিভাবে কাপড়ের টুকরা, ফিতা ও সূতার কায়তান এবং এ জাতীয় আরো অন্য কিছু ব্যবহার করা। এ ছাড়া কুরআন শরীফের আয়াত, বা আয়াতের নাম্বার জাফরানের কালি দিয়ে লিখে এবং বিভিন্ন ধরনের নকশা এঁকে দোয়া, তাবিজ ও কবয বানিয়ে তা হাতে, কোমরে, গলা ও মাথায় ঝুলানোর বিধান কী?

উত্তরঃ বিভিন্ন ধরণের রোগ-ব্যাধি হ'তে মুক্তি পাওয়ার জন্যে এবং মানুষের বদ নযর হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্যে উল্লেখিত বিভিন্ন ধরনের আংটি, মাদুলি, বালা, কাপড়ের টুকরা, সুতার কায়তান এবং কুরআন শরীফের আয়াত বা নাম্বার লিখে অথবা কোন নকসা এঁকে তার দ্বারা তাবিয ও কবচ বানিয়ে হাতে কোমরে গলা ও মাথায় ব্যবহার করা বা ঝুলানো পরিস্কার শিরক। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

অর্থঃ "আল্লাহ যদি আপনার উপর কোন কষ্ট ও বিপদ-আপদ আরোপ করেন, তাহ'লে একমাত্র সেই আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা দূর করতে পারে না।" (সূরা আন'আম, ১৭)

৩৫. প্রশ্নঃ কোন্ কোন্ জিনিসের দ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি ?

উত্তরঃ আমরা ৩ টি জিনিসের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। যেমনঃ

১. বিভিন্ন ধরনের সৎ আমলের দ্বারা।

২. মহান আল্লাহর সুন্দরতম ও গুণবাচক নাম সমূহের দ্বারা

৩. আর নেক্কার জীবিত ব্যক্তিদের দোয়ার মাধ্যমে। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (سورة المائدة:٣٥)

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ কর।" (সূরা মায়িদাহ, ৩৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلِلّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (سورة الأعراف:١٨٠)

অর্থঃ "আর আল্লাহর জন্যে সুন্দর সুন্দর ও ভাল নাম রয়েছে সুতরাং তোমরা তাকে সে সব নাম ধরেই ডাকবে।" (সূরা আরাফ, ১৮০)

৩৬. প্রশ্নঃ কোন্ কোন্ জিনিসের অসীলা করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য চেষ্টা করা নিষেধ?

উত্তরঃ যে সমস্ত জিনিসের অসীলা করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্ট করা নিষেধ তার মধ্য হ'তে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. মৃত ব্যক্তিদের অসীলা করা।

২. অনুপস্থিত জীবিত ব্যক্তিদের অসীলা করা।

৩. পীর-মুর্শিদ ওলী-আউলিয়া এমন কি নাবী-রাসূলগণের ব্যক্তি সত্তার দ্বারা অসীলা করা।

৩৭. প্রশ্নঃ জীবিত মানুষের নিকটে দু'আ চাওয়া কি জায়েয?

উত্তরঃ হাঁ, জীবিত মানুষের নিকটে দু'আ চাওয়া জায়েয। তবে মৃত মানুষের নিকট জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (سورة محمد١٩:)

অর্থঃ "(হে রাসূল! (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)) আপনি প্রথমে আপনার গোনাহ খাতার জন্য এরপর মু'মিন নারী ও পুরুষদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

৩৮. প্রশ্নঃ জীবিত মানুষের দ্বারা সুপারিশ চাওয়া কি জায়েয?

উত্তরঃ হাঁ জায়েয, দুনিয়াবী বিষয়ে জীবিত মানুষের দ্বারা সুপারিশ চাওয়া জায়েয। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনে বলেন,

﴿مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا﴾ (سورة النساء:٨٥)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কারো জন্যে ভাল কাজের সুপারিশ করবে সে তার জন্য অংশ পাবে, আর যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের জন্য সুপারিশ করবে সে তার জন্য অংশ পাবে।" (আন্ নিসা, ৮৫)

৩৯.প্রশ্নঃ ধর্মীয় ব্যাপারে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে তার ফায়ছালা কি ভাবে করতে হবে ?

উত্তরঃ ধর্মীয় ব্যাপারে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে, তার ফায়সালার জন্য আল্লাহর পবিত্র কুরআন এবং তাঁর রাসূলের

সহীহ হাদীসের ফায়সালার দিকে ফিরে যেতে হবে। মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (سورة النساء:٥٩)

অর্থঃ ‘অত:পর যদি তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়, তাহ’লে ফায়সালার জন্য উক্ত বিষয়টিকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (ফায়সালার) দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।” (আন্ নিসা, ৫৯)

মৃত ব্যক্তি এবং ক্ববর সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাহ

(المسائل المهمة التي تتعلق بالميت و القبور)

১. ক্ববর উঁচু করা, ক্ববর পাকা ও চুনকাম করা, ক্ববরের উপর সমাধি নির্মাণ করা, ক্ববরের গায়ে নাম লেখা, ক্ববরের উপরে বসা, ক্ববরের দিকে ফিরে নামায পড়া এসবই নিষেধ তথা হারাম। (মুসলিম,তিরমিযী ও মিশকাত হা/১৭০৯)

২. ক্ববর যিয়ারত কারিণী মহিলাদের এবং ক্ববরে মসজিদ নির্মাণ ও ক্ববরে বাতি দানকারীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) লা'নত করেছেন। (আহমাদ, নাসায়ী, আবূদাউদ ও তিরমিযী, তিরমিযী হাদিছটিকে হাসান বলেছেন) ৩. রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) ক্ববরের নিকটে গরু-ছাগল, হাঁস-মুর্গী, ইত্যাদি যবেহ করতে নিষেধ করেছেন। জাহেলী যুগে দানশীল ও নেককার ব্যক্তিদের ক্ববরের পাশে এগুলি করা হ'ত। (আবূ-দাঊদ)

৪. এমনিভাবে রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) ক্ববরে গিলাফ চড়ানো বা ক্ববর ঢেকে রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম,ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৯৫-৯৬)

ক্ববরে প্রচলিত শিরকসমূহঃ

১. ক্ববরে সিজদা করা।

২. ক্ববরের দিকে ফিরে নামায পড়া।

৩. ক্ববরকে কেন্দ্র ক'রে মসজিদ নির্মাণ করা।

৪. ক্ববরবাসীর নিকটে কিছু কামনা করা এবং তার অসীলায় মুক্তি প্রার্থনা করা।

৫. ক্ববরবাসীকে খুশী করার জন্য ক্ববরে নযর -নেয়ায ও টাকা-পয়সা দেয়া।

৬. ক্ববরবাসীর জন্য মান্নত করা, ছাগল-গরু, হাঁস-মুর্গী হাজত দেওয়া এবং সেখানে ওরস ইত্যাদি করা।

৭. মাযারে নযর-নেয়ায না দিলে মৃত পীরের বদ দু'আয় সব ধ্বংস হয়ে যাবে, এই ধারনা পোষণ করা।

৮. সেখানে নযর ও মান্নত করলে পরীক্ষায় বা মামলায় বা কোন বিপদে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা।

৯. খুশীর কোন কাজে মৃত পীরের মাযারে শুকরিয়া স্বরূপ পয়সা না দিলে পীরের বদ দু'আ লাগবে, এমন ধারণা পোষণ করা।

১০. নদী ও সাগরের মালিকানা খিযর (আঃ) এর মনে করে সাগরে বা নদীতে হাদীয়া স্বরূপ টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করা।

১১. মৃত পীরের পোষা কুমীর, কচ্ছপ, গজার মাছ, কবুতর ইত্যাদিকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ও ক্ষমতাশালী মনে করা ইত্যাদি।

শির্কের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ (سورة المائدة:٧٢)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন, আর তার চিরস্থায়ী ঠিকানা

হবে জাহান্নাম। এ ছাড়া পরকালীন জীবনে এ সমস্ত যালেম তথা মুশরিকদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না।" (মায়েদাহ, ৭২)

মৃত্যুর পরে প্রচলিত বিদ'আত সমূহঃ

১. মাইয়েতের শিয়রে বসে কুর'আন তেলাওয়াত করা।

(তালখীছুল হাবীর, ৯৭)

২. মাইয়েতের নখ কাটা ও গুপ্তাঙ্গের লোম ছাফ করা। (৯৭)

৩. নাক, কান, গুপ্তাঙ্গ প্রভৃতি স্থানে তুলা ভরা। (৯৭)

৪. দাফন না করা পর্যন্ত পরিবারের লোকদের না খেয়ে থাকা। (৯৭-৯৯)

৫. চীৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করা, বুক চাপড়ানো, কাপড় ছেঁড়া,

মাথা ন্যাড়া করা, দাড়ি-গোঁফ না মুন্ডানো ইত্যাদি। (১৮, ৯৭)

৬. তিন দিনের অধিক (সপ্তাহ, মাস, ছয় মাস ব্যাপী) শোক পালন করা। (৭৩) (কেবল স্ত্রী ব্যতীত। কেননা তিনি 8 মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবেন।)

৭. কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য দু'আ করা। (৪৮)

৮. শোক দিবস পালন করা, শোক সভা করা এবং এজন্য খানা পিনার আয়োজন করা ইত্যাদি। (৭৩,৭৪)

৯. জানাযার পিছে পিছে উচ্চৈঃস্বরে যিকর বা তিলাওয়াত করতে করতে চলা। (১০০)

১০. জানাযার নামায শুরু করার আগে মাইয়েত কেমন ছিলেন বলে লোকদের জিজ্ঞেস করা।

১১. জানাযার নামাযের আগে বা দাফনের পরে তার শোকগাঁথা বর্ণনা করা।

১২. জুতা পাক থাকা সত্ত্বেও জানাযার নামাযে জুতা খুলে দাঁড়ানো। (১০১)

১৩. ক্ববরে মাইয়েতের উপরে গোলাপ পানি ছিটানো। (১০২)

১৪. ক্ববরের উপরে মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে এবং পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে পানি ছিটানো। অতঃপর অবশিষ্ট পানিটুকু কবরের মাঝখানে ঢেলে দেওয়া। (১০৩)

১৫. সূরায়ে ফাতিহা, ক্বদর, কাফেরূন, নছর, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস– এ সাতটি সূরা পাঠ করে দাফনের সময় বিশেষ দু'আ পড়া। (১০২)

১৬. ক্ববরের কাছে বসে কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআন খতম করা। (১০৪)

১৭. ক্ববরের উপরে শামিয়ানা টাঙ্গানো (১০৪) এমনিভাবে কবরের উপরে বাতি জ্বালানো, ফ্যান চালানো এবং ফুল ছিটানো ইত্যাদি ।

১৮. প্রতি জুমু'আর দিনে, আশূরা, শবে-বরাত, রামাযান ও দুই ঈদে বিশেষভাবে ক্ববর যিয়ারাত করা।

১৯. ক্ববরের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ানো এবং সূরায়ে ফাতিহা ১বার, সূরা ইখলাছ ১১বার অথবা সূরা ইয়াসীন ১বার পড়া। (১০৫)

২০. কুরআন পাঠকারীকে উত্তম খানা ও টাকা-পয়সা দেওয়া অথবা এ বিষয়ে অছিয়াত করে যাওয়া। (১০৪,১০৬)

২১. ক্ববরকে সুন্দর করা, ক্ববরে চুম্বন করা। (১০৭, ১০৮)

২২. ক্ববরের গায়ে মৃত ব্যক্তির নাম লেখা এবং মৃত্যুর তারিখ লেখা । (১০৯)

২৩. ক্ববরের গায়ে বরকত মনে করে পেট ও পিঠ ঠেকানো ইত্যাদি । (১০৮)

২৪. ত্রিশ পারা কুরআন (বা সূরা ইয়াসীন বা লাখ কালিমা) পড়ে বখশে দেওয়া। যা আমাদের দেশে "কুলখানি" বলে।

২৫. মৃত্যুর পর ১ম,৩য়,৭ম বা ১০ম দিনে বা ৪০ দিনে চেহলাম বা চল্লিশার অনুষ্ঠান করা এবং সেখানে খানাপিনার ব্যবস্থা করা। (১০৩)

২৬. মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা। (১০৪, ১০৬)

২৭. নামায, ক্বিরা'আত এবং অন্যান্য ইবাদাত সমূহের নেকী মৃত্যু ব্যক্তিদের জন্য হাদিয়া দেওয়া। (১০৬) যাকে এদেশে ইছালে ছাওয়াব বা ছাওয়াব রেসানী বা বখশে দেওয়া বলা হয়।

২৮. আমল সমূহের ছাওয়াব রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ- সালাম) এর নামে বা অন্যান্য নেককার মৃত ব্যক্তিদের নামে বখশে দেওয়া । (১০৬)

২৯. মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে বলে ধারণা করা।

৩০. জানাযার সময় স্ত্রীর নিকট থেকে মোহরানা মাফ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা ।

৩১. জানাযার সময় মৃত ব্যক্তির ক্বাযা নামায সমূহের বা উমরী ক্বাযার কাফফারা স্বরূপ টাকা আদায় করা।

৩২. মৃত্যুর পরপরই ফকীর মিসকীনদের মধ্যে চাউল ও টাকা পয়সা বিতরণ করা।

৩৩. ক্ববরে মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালানো, গোলাপ পানি ও ফুল ছিটানো ইত্যাদি ।

৩৪. মৃতের রূহের মাগফিরাতের জন্য বাড়ীতে মীলাদ দেওয়া বা ওয়ায মাহফিল করা।

৩৫.নববর্ষ, শবে-বরাত, ইত্যাদিতে কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে ডেকে ক্ববর যিয়ারাত করিয়ে নেওয়া ও তাকে বিশেষ সম্মানী প্রদান করা।

৩৬. শবে-বরাতে ঘর-বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে মৃত স্বামীর রূহের আগমনের অপেক্ষায় তার পরিত্যক্ত কক্ষে বা অন্যত্র সারা রাত জেগে বসে থাকা ও ইবাদাত বন্দেগী করা।

৩৭. ক্ববর যিয়ারত করে ফিরে আসার সময় কবরের দিকে মুখ করে বেরিয়ে আসা ।

৩৮. ক্বররের উপরে একটি বা চার কোণে চারটি কাঁচা খেজুরের ডাল পোতা বা কোন ফল বা ফুলের গাছ লাগানো এই ধারণা করে যে, এর প্রভাবে ক্ববরের আযাব হালকা হবে ।

বিঃদ্রঃ মৃত ব্যক্তি এবং কবর সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত "ছালাতুর রাসূল ﷺ" পড়ুন।

১. আল্লাহর সাথে শিরক করা (اَلشِّرْكُ بِاللهِ)

"আল্লাহর সাথে শিরক করা" অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করা– যে কোন বিচারে সবচেয়ে বড় হারাম ও মহাপাপ। এ বিষয়ে "পবিত্র কুরআন" ও "ছহীহ হাদীছ" থেকে বহু দলীল বর্ণিত হয়েছে যার কিছু অংশ ধারাবাহিকভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হবে ইনশা'আল্লাহ।

(١) عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " اَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (ثَلاَثًا) قَالُوْا قُلْنَا بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ ..."

অর্থঃ "আবূ-বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, আমি কি

তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কাবীরা গোনাহগুলো সম্পর্কে খবর দিব না? (এ কথাটি রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ছাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে ৩ বার বলেছিলেন)। উত্তরে ছাহাবীরা বলেছিলেন, তখন আমরা সবাই বলে উঠলাম যে, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি আমাদেরকে উক্ত বিষয়ে খবর দিন। তখন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, "আল্লাহর সাথে শিরক করা..." (বুখারী ও মুসলিম)।

মহান আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে একমাত্র শিরকের গোনাহ ছাড়া মানুষের সমস্ত গোনাহ-খাতা তাওবাহ ছাড়াই মাফ করে দিতে পারেন। আর শিরকের গোনাহ বিশেষভাবে তওবা করা ছাড়া কোন রকমেই আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا﴾ (النساء:١١٦)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কৃত শির্কের গোনাহ মাফ করবেন না। এ শির্কের গোনাহ ছাড়া আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার জীবনের সমস্ত গোনাহ-খাতা (তওবাহ ছাড়াই) মাফ করে দিবেন, আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করবে– সে অবশ্যই ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হবে।" (আন-নিসা, ৪৮)

যখন কোন মানুষ বড় শিরক করে, তখন সে ইসলাম ধর্মের গণ্ডি হ'তে একেবারে বের হয়ে যায়। আর সে যদি ঐ অবস্থায় তাওবাহ ছাড়াই মারা যায়– তাহ'লে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। বহু মুসলিম দেশে সম্প্রসারিত কয়েকটি বড় বড় শির্কী কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

২. ক্ববর পূজা (عِبَادَةُ الْقُبُوْرِ)

ক্ববর পূজা হলোঃ মনেপ্রাণে এ বিশ্বাস করা যে, ক্ববরে শায়িত আল্লাহর প্রিয় ও নেককার মৃত বান্দারা দুনিয়ার মানুষের সকল আবেদন-নিবেদন শুনতে পায়, সকল প্রকার প্রয়োজন মিটাতে পারে, সকল প্রকার বিপদ-আপদ দূর করতে পারে, পরকালে তারা তাদের মুরিদান ও ভক্তদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে... ইত্যাদি ধারণা ও বিশ্বাস নিয়ে তাদের কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়া, তাদের কাছে ফরিয়াদ করা, তাদের নামে মানত ও নযর নিয়ায মানা এবং তাদের ক্ববর তাওয়াফ করা... ইত্যাদি কার্যক্রমকে ছওয়াবের কাজ মনে করাই হলো ক্ববর পূজা যা পরিষ্কার শিরক তথা হারাম। অথচ মহান আল্লাহ মানুষদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার এবং একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿وَقَضٰى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا﴾ (الإسراء:٢٣)

অর্থঃ "(হে মুহাম্মাদ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)) আপনার প্রতিপালক এটাই নির্দেশ দিয়েছেন যে, "তোমরা একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আর পিতা-মাতার মধ্য হ'তে কোন একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হ'লে তাঁদের শানে 'উফ' শব্দটিও বলবে না, আর

তাঁদেরকে কোন প্রকার ধমকও দিবে না, বরং তাঁদের সাথে (সদা-সর্বদা) নরম ভাষায় সম্মানসূচক কথা বলবে।" (আল-ইসরা, ২৩) তিনি আরো বলেছেন,

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ (الفاتحة:٤)

অর্থঃ "(হে আল্লাহ!) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি, আর একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।" (আল-ফাতিহা, ৫)

এমনিভাবে পরকালীন জীবনে সুপারিশ পাওয়ার আশায় এবং সকল প্রকার বিপদ-আপদ ও কাঠিণ্যতা হ'তে মুক্তি পাওয়ার আশায় আল্লাহর প্রেরিত নাবী ও রাসূলগণ এবং আল্লাহর প্রিয় ও নেককার বান্দাগণ যারা মৃত্যু বরণ করেছেন, সরাসরি তাঁদের কাছে দু'আ করা বা তাঁদের ওয়াসীলা করে আল্লাহর কাছে দু'আ ও প্রার্থনা করাও ক্ববর পূজা ও শির্কের শামিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿أَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ﴾ (النمل:٦٢)

অর্থঃ "বলো তো! কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে? আর কে তার কষ্ট দূরীভূত করেন এবং কে তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন? অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা উপদেশ খুব কমই গ্রহণ করে থাক।" (আন-নামল,৬২)

অনেক ক্ববর ও পীর পূজারীরা কঠিন বিপদ মুহূর্তে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের পীর সাহেবদের নাম স্মরণ করে থাকে এবং বিপদ থেকে মুক্তির জন্য তাদের কাছে দু'আ করে থাকে। যেমন নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিশেষ করে চৈত্র ও বৈশাখ মাসে

প্রচণ্ড ঝড় ও টর্নেডোর কবলে পড়ে অধিকাংশ মাঝি মাল্লারা নৌকা, লঞ্চ ও জাহায ডুবির হাত থেকে বাঁচার জন্য, আর অনেকে কঠিন বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, আর অনেকেই অভ্যাসগতভাবে উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, এমনকি পথে চলার সময়ে পায়ে হোঁচট খেয়ে তারা তাদের পীর-মুর্শীদ ও ভক্তিভাজনদের নাম স্মরণ করে এভাবে বলতে থাকে যে– ইয়া মুহাম্মাদ, ইয়া আলী, ইয়া হুসাইন, ইয়া আব্দুল ক্বাদের জীলানী, ইয়া খাজা মায়নুদ্দীন চিশ্‌তী, ইয়া খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া, ইয়া বাবা শাহজালাল, ইয়া বাবা মাইজ ভাণ্ডারী, ইয়া বাবা আয়নাল কারীগর, ইয়া বাবা কিল্লা শাহ্, ইয়া বাবা সাঈদাবাদী, ইয়া বাবা আটরশী... । ঐ সমস্ত গায়রুল্লার পূজারী অর্থাৎ দেব-দেবী, মূর্তি, ক্বর ও পীর পূজারীদেরকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِن دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِيْنَ﴾ (الأعراف:١٩٤)

অর্থঃ “নিশ্চয় তোমরা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যাদেরকে ডাক– তারা তো তোমাদের মতই আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা। যদি তোমাদের দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক; তাহ'লে তোমরা তাদেরকে ডাক, আর তারা তোমাদের, সেই ডাকে সাড়া দিক।” (আল-আ'রাফ, ১৯৪)

মহান আল্লাহ ঐ সমস্ত বাতেল ও ভিত্তিহীন উপাস্যদের চরম-পরম দুর্বলতার বর্ণনা দেওয়ার জন্য সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত পেশ করতে যেয়ে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَلَوِاجْتَمَعُوْا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ﴾(الحج:٧٣)

অর্থঃ "হে মানব মণ্ডলী! একটা দৃষ্টান্ত পেশ করা হ'ল- তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শোন। তোমরা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যাদেরকে ডাকছ, নিশ্চয়ই তারা তো সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কখনও একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। (শুধু তাই নয় তারা এতই দুর্বল যে) যদি সামান্য একটা মাছি তাদের নিকট থেকে কোন কিছু ছিনিয়েও নিয়ে যায়- তবুও তারা ঐ সামান্য মাছির নিকট হতে ঐ ক্ষুদ্র জিনিসটিও উদ্ধার করতে পারবে না। কেননা গায়রুল্লাহর কাছে আবেদনকারী ঐ সমস্ত মানুষেরা অপরদিকে ঐ সমস্ত গায়রুল্লাহ যাদের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে তারা উভয় পক্ষই তো খুবই দুর্বল।" (সূরা-হাজ্জ, ৭৩)

গাইরুল্লার পূজারীদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوْ مِن دُوْنِ اللهِ مَن لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ﴾ (الأحقاف:٥)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু বা মানুষকে ডাকে- যে ক্বিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না, ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথ ভ্রষ্ট আর কে হ'তে পারে? ঐ সমস্ত বস্তু বা মানুষ তারা তো ঐ সমস্ত আহ্বান কারীদের আহ্বান সম্পর্কে কিছুই খবর রাখে না।" (আল-আহকাফ, ৫)।

অনেক ক্বর ও পীর পূজারী তাদের পীর সাহেবদের ও তথা কথিত নামধারী ওয়ালি-আওলিয়াদের ক্বরে যেয়ে ক্বরের

চারিপার্শ্বে তাওয়াফ করে, হাত দ্বারা ক্বররকে স্পর্শ করে ও মুছে সেই হাত কপালে, মুখে ও বুকে ঘষে। আর অনেকেই ক্বররের ইট, পাথর বা কাঠের উপরে চুমা দেয় ও সেখানে মুখমণ্ডল ঘষে। আর অনেকেই খুবই ভয়-ভীতি ও বিনয়ের সাথে ক্ববরের সামনে দাঁড়িয়ে অথবা নামাযের কায়দায় বসে কবরকে সামনে রেখে সিজদায় পড়ে গিয়ে খুবই অনুনয় ও বিনয় করে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দিয়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য (যেমন-কেউবা কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, কেউবা সন্তান লাভের জন্য, কেউবা পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করার জন্য, কেউবা ব্যবসায় অধিক লাভবান হওয়ার জন্য, কেউবা ইলেকশনে পাশ করার জন্য, কেউবা বিদেশে যাওয়ার জন্য, কেউবা কোন মেয়েকে বিবাহ করার জন্য... ইত্যাদি বিষয়ে) এমন কাকুতি-মিনতি সহকারে ক্ববর বাসীর নিকট দু'আ করতে থাকে– যা দেখলে অবাক লাগে। অথচ ঐ সমস্ত ক্ববর ও পীর পূজারীদেরকে মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে ক্ববর ও জাহান্নামের কঠিন আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে এমন কাকুতি-মিনতি সহকারে দু'আ করতে সহজে দেখা যায় না। আর অনেক সময় ক্ববর পূজারীরা ক্ববর বাসীকে সম্বোধন করে বলতে থাকে– হে খাজা বাবা! হে দয়াল বাবা! হে আব্দুল ক্বাদের জিলানী! হে বাবা শাহজালাল! হে বাবা মাইজভাণ্ডারী! হে বাবা আটরশী! হে বাবা কিল্লাশাহ! হে বাবা সাঈদাবাদী! হে বাবা আয়নার কারিগর! ... আমি বহুদূর হ'তে, অন্যদেশ হ'তে বহু কষ্ট করে তোমার দরবারে এসেছি বাবা! তুমি আমাকে নিরাশ করো না। বাবা! তুমি আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিওনা... ইত্যাদি। ঐ শুনুন ক্ববর ও পীর পূজারীদের কণ্ঠে–

ক. আল্লাহর ধন নবীকে দিয়া; আল্লাহ গেছেন গায়েব হইয়া
নবীর ধন খাজাকে দিয়া; নবী গেছেন খালি হইয়া
কেউ ফেরেনা খালি হাতে; খাজারে তোর দরবার হ'তে।

খ. কত সন্তান হারা মায়, একটা সন্তানের আশায়
তোমার দরবারে বাবা শির্নী লইয়া যায়।

গ. নিঃসন্তান মা সন্তান পেয়ে-- কেল্লা বাবার দরবারে
কেউ নেয় গরু-ছাগল-- কেউবা হয় বাবার পাগল।

** এ ধরনের কথা বলা ও বিশ্বাস করা সবই শির্ক তথা হারাম।

এছাড়া অনেক ক্ববর ও পীর পূজারীরা বিশ্বাস করে যে, নামধারী ঐ সমস্ত ওয়ালী-আওলিয়ারা এবং পীর-ফকীরদের দুনিয়া পরিচালনার ব্যাপারে অনেক হাত আছে, এছাড়া তারা মানুষের ভাল ও মন্দ করার ক্ষমতা রাখে। তাদের এ সমস্ত বিশ্বাস ও ধারণার সবই মিথ্যা ও তাদের কল্পনা মাত্র। কেননা ঐ সমস্ত নামধারী পীর-মুর্শিদরা তো দূরের কথা-আল্লাহ তা'আলার নাবী ও রাসূলগণও মহান আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে নিজের নাফছের জন্য এবং অন্যের জন্য কোন প্রকার ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাঁর নাবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾ (يونس:١٠٧)

অর্থঃ "হে নবী ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আল্লাহ যদি আপনার উপর কোন কষ্ট বা বিপদ-আপদ আরোপ করেন, তাহলে একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ ঐ বিপদ-আপদ দূর

করতে পারবে না। এমনিভাবে ঐ আল্লাহ্ যদি আপনার কোন কল্যাণ বা মঙ্গল কামনা করেন, তাহ'লে কেউ আল্লাহর ঐ মেহেরবানীকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্য হ'তে যাকে ইচ্ছা তাকে কল্যাণ দান করেন, কারণ তিনিই তো ক্ষমাকারী ও পরম দয়ালু।" (ইউনূস,১০৭)

মানুষেরা নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটানোর জন্য, বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যাদের কাছে আবেদন-নিবেদন করে, ফরিয়াদ করে বা সাহায্য প্রার্থনা করে– তারা যে সামান্যতম কোন বস্তুর মালিক নয়, আর তারা যে সামান্যতম কোন উপকার করারও ক্ষমতা রাখে না– এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِه مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ﴾ (فاطر:١٣)

অর্থঃ "আর তোমরা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে (সাহায্যকারী, সুপারিশকারী এমনকি উপাস্য মনে করে) ডাক, তারা তো সামান্য একটা খেজুরের আঁটির উপরের হালকা-পাতলা সাদা পর্দারও মালিক নয়।" (ফাতির, ১৩)

আর অধিকাংশ কবর ও পীর পূজারীরা এ বিশ্বাস করে যে, নামধারী ওয়ালী-আওলিয়ারা ও পীর-ফকিরেরা গায়েবের খবর রাখে। তাদের এ ধারণা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তথা মিথ্যা। কারণ একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ এমনকি আল্লাহর সম্মানিত ফিরিশতারা ও নাবী-রাসূলগণ এমনকি আমাদের নাবীও গায়েবের খবর জানতেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا﴾ (الأنعام:٥٩)

অর্থঃ "গায়েবের সমস্ত চাবিকাঠি একমাত্র মহান আল্লাহর হাতে, একমাত্র তিনি ব্যতীত দুনিয়ার আর কেউ গায়েবের খবর রাখেন না। এছাড়া জলে স্থলে যা কিছু আছে সবকিছুরই একমাত্র তিনিই খবর রাখেন, এমনকি তাঁর অজান্তে কোন গাছের একটি পাতাও ঝরে পড়ে না।" (আল-আনআম, ৫৯)

সৃষ্টির সেরা মানুষ, সমস্ত নাবী ও রাসূলদের মাঝে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন– তিনি আমাদের প্রিয়নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) তিনিও নিজের নফসের জন্য কোন ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখতেন না এবং গায়েবের খবরও জানতেন না। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

﴿قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ﴾ (الأعراف:١٨٨)

অর্থঃ "হে মুহাম্মাদ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি (আপনার উম্মাতকে) বলে দিন যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমি নিজেরও কোন ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখিনা। আমি যদি গায়েবের খবর জেনে নিতে পারতাম; তাহলে একদিকে আমি বহু কল্যাণ অর্জন করে নিতে পারতাম, আর অপর দিকে কোন বিপদ-আপদ ও অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো শুধু ঈমানদারদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আর কিছুই নই।" (আল-আ'রাফ, ১৮৮)

উল্লিখিত আয়াতের আলোকে এবং বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য করে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) যদি নিজের ইচ্ছা মতো নিজের ভাল ও মন্দ

করার ক্ষমতা রাখতেন আর গায়েবের খবরও যদি জানতেন– তাহ'লে কোন বিপদ-আপদ বা কোন অকল্যাণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। যেমন বলা যেতে পারে যে; তিনি যদি গায়েবের খবর জানতেন তাহ'লে তিনি ত্বায়েফের ময়দানে যেয়ে ত্বায়েফ বাসীদের দ্বারা প্রস্তরাঘাতে রক্তাক্ত হ'তেন না। ওহুদের যুদ্ধে চরমভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তাঁর দাঁতগুলি শহীদ হ'ত না আর রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর চাচা আমীর হামজা (রাঃ) সহ ৭০ জন ছাহাবী শহীদ হ'তেন না। এমনিভাবে তিনি এক ইয়াহুদী মহিলা কর্তৃক বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত খেয়ে বিষ যন্ত্রণায় আক্রান্ত হতেন না। এমনিভাবে তিনি অপর এক ইয়াহুদী মহিলা কর্তৃক যাদুর দ্বারাও রোগে আক্রান্ত হতেন না। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, স্থান-কাল ও পাত্র ভেদে তথা প্রয়োজন মুতাবিক মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে সমস্ত বিষয়ে ওহী এবং ফিরিশতাদের মাধ্যমে আগেই অবগত করিয়ে দিয়েছিলেন– সে সমস্ত বিষয়ে কেবল তিনিই জানতেন অন্য কেউ জানত না। এ ধরনের বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) যে গায়েবের খবর রাখতেন এ কথা বলা তো মোটেই ঠিক হবে না।

পক্ষান্তরে যারা দাবী করে যে, জীবিত কিংবা মৃত পীর-ফকীর ও ওয়ালী-আওলিয়ারা মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে, দুনিয়া পরিচালনার ব্যাপারে তাদের হাত আছে আর তারা গায়েবের খবর রাখে, তাদের এ সমস্ত ধারণা ও বিশ্বাস মিথ্যা ও কল্পনা প্রসূত। বলা যেতে পারে যে– পাকভারত উপমহাদেশে প্রসিদ্ধ আব্দুল ক্বাদের জিলানী, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, শাহ জালালসহ আটরশী, সাঈদাবাদী, দেওয়ানবাগী এবং আরো নাম জানা অজানা হাজার হাজার নামধারী অলী-আওলিয়া ও পীর-

ফকীর– যাদেরকে লক্ষ লক্ষ মানুষেরা শ্রদ্ধা করে, বিপদে-আপদে পড়ে যাদের নাম স্মরণ করে, আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরণের জন্য যাদের নামে মানত মানে, যাদের ক্ববরে-মাজারে ও খানকায় যেয়ে অকাতরে টাকা-পয়সা দান করে, গরু-ছাগল যবেহ করে ইত্যাদি। এমনকি ঐ সমস্ত ক্ববরের উপরে আতর, গোলাপজল ও ফুল ছিটান হচ্ছে, আগরবাতি, মোমবাতি ও বিজলী বাতি জ্বালানো হচ্ছে, ফ্যান ঘুরানো হচ্ছে, শামিয়ানা টানানো হচ্ছে এবং ফুলের গালিচা বিছানো হচ্ছে ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে উল্লিখিত কাজগুলির সবই শির্ক তথা হারাম।

আর ঐ সমস্ত মৃত ও জীবিত নামধারী পীর-ফকীর ও ওয়ালী-আওলিয়ারা অন্যের উপকার করা তো দূরের কথা– বরং তারা নিজেদের জন্য সামান্যতম ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেনা। যেমন তাদের দাফন করার পরে তাদের শরীরের উপর থেকে মাটিগুলি সরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। এমন কি কোন ক্ববর-মাযার ও খানকার ওপর যদি কোন শিয়াল-কুকুর পেশাব-পায়খানাও করে দেয়, তবুও তাদের কিছুই করার নেই। এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত নামধারী পীর-ফকীর ও ওয়ালী-আওলিয়ারা কিভাবে আপনাকে সাহায্য করবে, কিভাবে আপনাকে গাড়ীর এক্সিডেন্ট থেকে বাঁচাবে? কিভাবে নৌকা, লঞ্চ ও জাহাজ ডুবির হাত হ'তে আপনাকে রক্ষা করবে? কিভাবে আপনার ছেলের পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল করে দেবে? কিভাবে আপনার ব্যবসায়ে সার্বিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়ে আপনাকে লাভবান করে দেবে? কিভাবে আপনাকে সন্তান দান করবে? কিভাবে আপনার চুরি হয়ে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া জিনিস-পত্র বা গরু-ছাগলের সন্ধান দিবে? কিভাবে আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমিল সৃষ্টি করে দেবে? কিভাবে অন্য পুরুষ বা মহিলাকে আপনার বাধ্যগত

করে দেবে? এ সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনার ঐ সুস্থ বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখুন তো কী জবাব আসে?

৩. গায়রুল্লাহ্র নামে যবেহ করা (الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللهِ)

'গায়রুল্লাহ্' অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি বা কোন প্রকার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন জীব-জানোয়ার যবেহ করাকে গায়রুল্লার নামে যবেহ করা বুঝায়, যা প্রকাশ্য শির্কের মধ্য হতে এক অন্যতম শির্ক তথা হারাম। বর্তমান যুগে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে এই শির্কের ছয়লাব বয়ে চলেছে। নিম্নে পাঠকদের খেদমতে গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করার বিধান এবং বাংলাদেশের পেক্ষাপটে এই শির্কের কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশা'আল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (العصر:٢) অর্থঃ "হে মুহাম্মাদ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন আর কুরবানী করুন" (অর্থাৎ আপনি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য একমাত্র তাঁরই জন্যে নামায পড়ুন আর জানোয়ার যবেহ করুন অন্য কারো নামে নয়)। (আল-কাওসার, ২)

"গায়রুল্লাহ্"এর নামে কোন জানোয়ার যবেহ করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ" অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে অর্থাৎ অন্যের সন্তুষ্টি অর্জনার্থে কোন জানোয়ার যবেহ করল, সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ দিয়ে থাকেন।" (মুসলিম)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ...﴾ (المائدة:٣)

অর্থঃ "তোমাদের উপর মৃত জানোয়ারের গোশত, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের গোশত, এবং ঐ সমস্ত জানোয়ারের গোশত খাওয়া হারাম করা হয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়... ।" (আল-মায়িদা, ৩)

উল্লিখিত দু'টি আয়াত ও একটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জন করা বা কাউকে খুশী করার মাধ্যমে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা পুরণের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত জীব-জানোয়ার যবেহ করা হয়, বা হাদীয়া ও মানত দেয়া হয়– তা সবই শির্ক তথা হারাম। যদিও ঐ সমস্ত জানোয়ার যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হোক না কেন। কেননা প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত নামধারী পীর-ফকীর ও ওয়ালী-আওলিয়াদের সন্তুষ্টি হাছিলের জন্যেই ঐ সমস্ত জানোয়ারগুলিকে বহুদূর থেকে বহন করে নিয়ে এসে ঐ সমস্ত পীর-ফকীরদের দরবারে বা ওরশে যবেহ করা হয়। যেমন বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হ'তে যে সমস্ত গরু-ছাগল আটরশী ওরশে নিয়ে এসে এমনিভাবে আরো যে সমস্ত ক্ববরে-মাযারে ও পীর সাহেবদের দরবারে যবেহ করা হচ্ছে–এ ধারণা ও উদ্দেশ্য নিয়ে যে, ঐ সমস্ত পীর-ফকীরদের নেক-নযর ও সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়ার জীবনে সকল প্রকার বিপদ-আপদ হ'তে মুক্তি পাওয়া যাবে, সকল প্রকার সমস্যা দূর হবে,আর পরকালে তাদের সুপারিশে জান্নাত লাভ করা যাবে ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে গায়রুল্লাহর নামে যবেহকৃত ঐ সমস্ত জানোয়ারের গোশত খাওয়া আর অপরদিকে মৃত জানোয়ার ও

শূকরের গোশত খাওয়ার মাঝে কোনই পার্থক্য নেই- সবই হারাম আর হারাম। এ হারাম খাওয়া এবং শির্কী কাজের ভিতর বাংলাদেশের শতকরা কতজন নামধারী পীর-মুর্শিদ, তাদের মুরীদান ও কবর পূজারী মুসলিম ভাইয়েরা হাবুডুবু খাচ্ছে, একবার হিসাব করে দেখেছেন কি? আপনি নিজেও আপনার বুকের উপর হাত রেখে একটু চিন্তা করে বলুন তো, আপনি এই শির্কী কাজ ও হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পেরেছেন কি না?

বর্তমান বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৬০% ভাগ অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত ও শিক্ষিত... সকল শ্রেণীর সরলমতি নামধারী মুসলিম ভাই ও বোনেরা এ জঘন্য পীর ও ক্ববর পূজার সাথে কম-বেশি জড়িত। বর্তমান বাংলাদেশের প্রায় ৭০ হাজার গ্রামের মধ্য হ'তে এমন একটা গ্রাম খুঁজে পাওয়া যাবে কি যে গ্রামের কোন মানুষ পীর পূজা ও ক্ববর পূজার সাথে জড়িত নেই। অর্থাৎ তারা বিপদে-আপদে পড়ে কোন ক্ববরে, -মাযারে, ওরশে বা কোন পীরের দরবারে যায় না এবং সেখানে যেয়ে কোন প্রকার মানত, নযর-নিয়ায ও হাদীয়া হিসাবে কোন কিছুই দান করে না, বরং সর্ব ক্ষেত্রে একমাত্র মহান আল্লাহর উপরে ভরসা করে, একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য চায়। এমন একটা গ্রামও কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

৪. যাদু, ভাগ্য গণনা ও হারানো বস্তুর সন্ধান দেওয়ার দাবী করা

(السِّحْرُ وَالْكَهَانَةُ وَالْعَرَّافُ)

যাদু, ভাগ্যগণনা, আর হারানো বস্তুর সন্ধান দান করা নিঃসন্দেহে এগুলির প্রত্যেকটাই কুফরী ও শির্কের পর্যায়ভুক্ত তথা পরিষ্কার হারাম। যাদু নিশ্চয়ই একটা কুফরী কাজ এবং মানুষকে ধ্বংসকারী ৭টা বড় জিনিসের মধ্য হ'তে তা একটি। যাদু মানুষকে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তা কোন প্রকারেই মানুষের উপকার করতে পারে না। আর এ জন্যেই যাদু শিক্ষার অপকারিতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ ...﴾ (البقرة:١٠٢)

অর্থঃ "ঐ সমস্ত লোকেরা ঐ জিনিস অর্থাৎ যাদু শিখতে লাগল যা তাদের ক্ষতি করে এবং যা তাদের কোনই উপকার করতে পারে না।" (আল-বাকারাহ, ১০২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (طـــه:٦٩)

অর্থঃ "যাদুকর যেভাবেই আসুক না কেন, সে কোন কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।" (ত্বাহা, ৬৯) আর অধিকাংশ উলামাদের নিকট যাদু চর্চাকারী এবং যাদুর সহযোগিতা গ্রহণকারীও কাফের। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ﴾ (البقرة:١٠٢)

অর্থাৎ “সুলায়মান (আঃ) কুফরী করেন নি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। শয়তানরা মানুষকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত আর বাবেল শহরে হারুত ও মারুত নামক দুই ফিরিশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, শয়তানরা তাও মানুষকে শিক্ষা দিত। হারুত ও মারুত দুই ফিরিশতাই যখনই কোন মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত– তখনই তারা প্রথমেই মানুষদেরকে বলে দিত যে, নিশ্চয়ই আমরা কিন্তু পরীক্ষার জন্য এসেছি, কাজেই তুমি (যাদু শিখে) কাফের হয়ো না।” (আল-বাক্বারাহ, ১০২)

ইসলামী বিধানে যাদুকরকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। যাদুকরের উপার্জন অপবিত্র ও হারাম। অধিকাংশ মূর্খ, অত্যাচারী ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা অন্যের সাথে শত্রুতা ও হিংসার বশবর্তী হয়ে যাদুকরদের নিকটে যায়।

অতএব মানুষের মধ্য হ'তে যারা যাদু ছাড়ানোর জন্য বা যাদুর কার্যক্রম হ'তে মুক্ত হওয়ার জন্য যাদুকরদের সাহায্য গ্রহণ করে তারাও ঐ হারাম কাজে জড়িয়ে পড়বে। যাদুর কার্যক্রম হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর কুরআনের দ্বারা আরোগ্য লাভ করা ওয়াজিব। যেমন সূরা 'নাস' ও 'ফালাক্ব'সহ কুরআন মাজীদের আরো অন্য সূরা ও আয়াতের দ্বারা আরোগ্য লাভ করার চেষ্টা করা।

গণক ও হারানো বস্তুর সন্ধানদাতা উভয়েই আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকারকারী কাফেরদের দলভুক্ত। কারণ তারা উভয়েই গায়েব তথা অদৃশ্যের কথা জানার দাবী করে থাকে। অথচ একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ গায়েবের খবর রাখে না।

অনেক সময় তারা সরল মনা লোকদের সম্পদ লুটে নেওয়ার জন্য তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে যাদুর প্রতি আকৃষ্ট করে

থাকে। এ জন্য তারা বালুর উপর আঁকি-বুঁকি, চটা চালান, হাতের তালুতে ফুঁক, চায়ের পেয়ালা, কাঁচের গুলি, আয়না ইত্যাদি বিষয় ও বস্তু ব্যবহার করে থাকে। এ সব লোকের কথা একটা যদি সত্যি হয় তাহ'লে নিরানব্বইটাই হয় মিথ্যা। কিন্তু জাহেলরা ঐ সমস্ত ধোঁকাবাজদের ১ সত্যকেই হাজার সত্য গণ্য করে নিজেদের ভবিষ্যৎ, ভাগ্য, বিয়ে-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভাশুভ সবই তাদের নিকট জানতে চায়। তারা হারানো জিনিস কোথায় কিভাবে পাওয়া যাবে তা জানার জন্য তাদের নিকট ছুটে যায়। যারা তাদের কাছে গিয়ে তাদের কথা বিশ্বাস করে– তাহ'লে তারা কাফের হয়ে যাবে ফলে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" (أحمد, ٤٢٩/٢, الباني, صحيح الجامع, ح/٥٩٣٩)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কোন গণক কিংবা হারানো বস্তুর সন্ধান দাতার নিকটে যায় আর সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, তাহ'লে সে অবশ্যই মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর উপর যে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অস্বীকার করল" (আহমাদ ২/৪২৯, আলবানী, ছহীহুল জামে হাদীছ ৫৯৩৯)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

" مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً"

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কোন হারানো বস্তুর সন্ধান দাতার নিকট যায় আর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে, এ কারণে তার ৪০ দিনের নামায আল্লাহর দরবারে ক্ববুল হবে না" (ছহীহ মুসলিম, হাদীছ ১৭৫১)

তবে তাকে নামায অবশ্যই আদায় করতে হবে আর বিশেষভাবে তাকে তাওবা করতে হবে।

৫. নিরাপত্তা লাভের উপায়সমূহ (أَسبَابُ حِفْظِ اللهِ تَعَالَى لِلْعَبْدِ)

বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তির জন্য, মানুষের বদ নযর হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য, শয়তানের প্ররোচনা ও ক্ষতি হ'তে বেঁচে থাকার জন্য এমনিভাবে ছেলে-মেয়ে হওয়ার জন্য, পরস্পর গাঢ় ভালবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি করার জন্য, রাস্তায় যানবাহনের দুর্ঘটনা হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করার জন্য, ব্যবসা বাণিজ্যে অধিক আয় উন্নতির জন্য, নতুন বাড়ীতে শয়তানী কার্যক্রম ও শয়তানের সার্বিক ক্ষয়-ক্ষতি হ'তে মুক্তির জন্য– মোট কথা উল্লিখিত সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ধাতু দ্বারা নির্মিত যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, পাথর, তামা ও লোহার আংটি, ফিতা ও সূতার কায়তান এবং এ জাতীয় আরো অন্য কিছু ব্যবহার করা । এ ছাড়া কুর'আন শরীফের আয়াত বা আয়াতের নাম্বার যে কোন কালি দিয়ে বা জাফরানের কালি দিয়ে লিখে এবং বিভিন্ন ধরনের নকশা এঁকে দু'আ, তাবীয ও কবয বানিয়ে তা হাতে, কোমরে, গলা ও মাথায় ঝুলানো এবং দুষ্ট শয়তানকে বন্দী করে রাখার জন্য ঐ সমস্ত দু'আ, তাবিয ও মাদুলিগুলি ঘরের চার কোণায় বা বাড়ীর চার কোণায় মাটিতে পুঁতে রাখা। উল্লিখিত কাজগুলির অধিকাংশই জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল, যা পরিষ্কার শিরক তথা হারাম। কেননা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তাবিজ, কবচ ও মাদুলি ঝুলালো বা বাঁধল সে আল্লাহর সাথে শিরক করল"। এ মর্মে কুর'আন ও হাদীছ

থেকে আরো বহু দলীল আছে। তবে কুরআন শরীফ পড়ে ঝাঁড়-ফুঁক করা যাবে।

** যে সমস্ত কাজের দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের জান, মাল ও পরিবারকে সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন এবং মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন পূরণ করে থাকেন, তার মধ্য থেকে কয়েকটি বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১- সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তথা সর্বাবস্থায় একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করা।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق:٣)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করবে আল্লাহই (সর্বাবস্থায়) তার জন্য যথেষ্ট।"

২- আল্লাহর আদেশ ও নিষেধগুলি যথাযথ ভাবে পালন করা, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে আদায় করা, হালাল উপার্জন করা ও হালাল খাওয়া। এমনিভাবে সকল প্রকার হারাম কার্যক্রম থেকে বিরত থাকা। যেমন সুদ-ঘুষ খাওয়া ও অপরকে সুদ-ঘুষ দেওয়া, মিথ্যা কথা বলা, গালি-গালাজ করা, অন্যের গিবত করা ইত্যাদি।

৩-'আয়াতুল কুর্সী' প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে এবং ঘুমানোর সময় পড়া।

৪- প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ১ বার করে এবং প্রতিদিন সকাল ও সন্ধায় ৩ বার করে সূরা আন-নাস ও সূরা আল-ফালাক্ব পড়া।

৫- প্রতিদিন সকাল ও সন্ধায় নিম্নের দু'আ দুটি পড়া।

"أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ"

উচ্চারণঃ 'আঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম মা-তি মিন শাররি মা-খালাক্ব'

"بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الأَرْضِ وَلا فِيْ السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ "

উচ্চারণঃ 'বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা-য়াযুররু মা'আ সমিহি শাইয়ুন ফীল আরযি অলা- ফিসসামা-য়ি অহুআস সামীউল আলীম'।

৬–বাড়ী হতে বের হওয়ার সময় নিম্নের দু'আ পড়া

"بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ. وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاللهِ

উচ্চারণঃ 'বিসমিল্লা-হি তাঅক্কালতু আলাল্লা-হি অলা-হাওলা অলা-কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ'

৫. 'গায়রুল্লাহ্' এর নামে শপথ করা (اَلْحَلْفُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى)

'গায়রুল্লাহ'এর নামে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে কসম খাওয়া বা শপথ করা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। আর এ জন্যেই গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা ইসলামী শরী'য়াতে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সৃষ্ট জীব ও বস্তুর মধ্য হ'তে যে কোন বস্তুর দ্বারা মহান আল্লাহ কসম খেতে পারেন, এটা আল্লাহর জন্য জায়েয, তাতে মহান আল্লাহর সম্মানের বা মর্যাদার কোন হানি হয় না। অপরদিকে সৃষ্টিজীবের পক্ষে অর্থাৎ ফিরিশতা, জ্বিন ও মানুষের জন্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা নাজায়েয বা হারাম। অথচ বর্তমান যুগে বহু মানুষ কথায় কথায় বা সামান্য ব্যাপারে গায়রুল্লাহর নামে কসম করে থাকে, যা পরিষ্কার শির্ক তথা হারাম।

১. মানুষেরা সাধারণতঃ নিজের কথা, দাবী ও মতামতকে মানুষের সামনে অভ্রান্ত ও অকাট্য প্রমাণ করার জন্য বলিষ্ঠ কণ্ঠে কারো নামে কসম করে থাকে।

২. আর এ কথা সত্য যে, বান্দার তরফ থেকে যার নামে শপথ করা হয় তার সর্বাধিক সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

৩. আর প্রকৃত পক্ষে সর্বাধিক সম্মান ও সর্বোউচ্চ মর্যাদা পাওয়ার হক্বদার হিসাবে একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই। সেহেতু মানুষের পক্ষে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম করা জায়েয নয়। 'গায়রুল্লাহ'এর নামে শপথ করার পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِاللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ" (صحيح رواه أحمد)"

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খেল, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করল" (আহমাদ, হাদীছ ছহীহ)। রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"آلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا بِاللهِ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ" (بخارى و فتح البارى ١١/٥٣٠)

অর্থঃ "সাবধান ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের (পিতা-মাতার) নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন, আর যে ব্যক্তি কোন কিছুর কসম খেতে চায়, সে যেন একমাত্র আল্লাহর নামে কসম খায় অথবা (অন্য কারো নামে কসম না খেয়ে) সে যেন চুপ থাকে।" (বুখারী, ফাতহুলবারী ১১/৫৩০ পৃঃ)

রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আরো বলেছেন,

"مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا" (أبو داود, صحيح)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি (নিজের অথবা অন্য কারোর) আমানতদারীর কথা উল্লেখ করে কসম খেল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়" (আবূদাঊদ, হাদীছ ছহীহ)। যেমন কোন নাবী, রাসূল ও নামধারী ওয়ালী-আওলিয়াদের সম্মান, মর্যাদা, সাহায্য-সহযোগিতা, বরকত ও কল্যাণের দ্বারা কসম খাওয়া, এমনিভাবে বাপ-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও ছেলে-মেয়েদের নামে কসম করা, বা তাদের মাথায় হাত রেখে কসম করা ইত্যাদি ...সবই শির্ক তথা হারাম। যদি কোন মানুষ অভ্যাসগত বা ইচ্ছাকৃতভাবে উল্লিখিত বিষয়গুলির নামে কসম করে ফেলে– তাহ'লে তার এই হারাম কসমের কাফফারা বা জরিমানা হলোঃ সে তখনই "لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ" (লা- ইলা- হা ইল্লাল্লা-হু) অর্থ "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই" এই কালিমা পড়ে নেবে। কেননা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ"(البخاري)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কসম করার সময় 'আল-লাত' ও 'আল-মানাত' অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নামে কসম করল, তাহ'লে এই হারাম কসমের কাফ্‌ফারা স্বরূপ সে যেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ কালিমা পড়ে নেয়।" (বুখারী)

***এমনিভাবে আরো কিছু শির্কী কথা আছে– যা ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত, যা কিছু কিছু মানুষেরা প্রায়ই বলে থাকে। যেমনঃ

১. আমি আল্লাহর নিকট এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

২. আমার আর কেউ নেই, আমি একমাত্র আল্লাহর উপর আর তোমার উপর ভরসা করি।
৩. এটা একমাত্র আল্লাহ আর তোমার পক্ষ থেকেই হয়েছে।
৪. আল্লাহ আর তুমি ছাড়া আমাকে দেখার আর কেউ নেই।
৫. আসমানে আমার জন্য একমাত্র আল্লাহ আছে, আর যমীনে একমাত্র তুমি আছ।
৬. আজকে যদি আল্লাহ এবং তুমি না থাকতে তাহ'লে আমার সবই ধ্বংস হয়ে যেত।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত বাক্যগুলিতে আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশী স্থাপন করা হয়েছে, সেহেতু ঐ সমস্ত কথাগুলি শির্ক তথা হারাম। ঐ সমস্ত বাক্যগুলিতে 'এবং' শব্দের স্থানে 'অতঃপর' শব্দ ব্যবহার করে বলা জায়েয আছে। তাহ'লে তাতে আর শির্কের ভয় থাকবে না। যেমন এভাবে বলা যাবে–

১. আমি আল্লাহর নিকট অতঃপর আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।
২. আমি আল্লাহর উপর অতঃপর আপনার উপর ভরসা করি... ইত্যাদি। এছাড়া যে কোন সময়, রাত-দিন, কাল বা যুগকে গালি দেয়া, দুর্নাম করা এবং অশুভ মনে করা সবই নিষিদ্ধ তথা হারাম। কারণ সময়, দিন-রাত, যুগ ও কালকে গালি দেয়া, দুর্নাম করা এবং অশুভ মনে করা মানেই মহান আল্লাহকে গালি দেয়া, দুর্নাম করা ও অশুভ মনে করা হলো। কেননা সময়, কাল ও যুগকে তো মহান আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। যেমন অনেকেই এভাবে বলে থাকে যে, শেষ যামানা বড়ই খারাপ, এই সময়টা অকল্যাণকর বা অশুভ, এ যামানা গাদ্দার বা প্রতারক। শনিবার ও মঙ্গলবার

অশুভ দিন, কাজেই এ দু'দিনে কাউকে বিবাহ দেয়া যাবে না আর কাউকে বিবাহ করাও যাবে না। এমনিভাবে এ দু'দিনে বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটা যাবে না। এমনিভাবে শনিবার, রবিবার ও শুক্রবারের দিনগত রাত্রগুলি অশুভ, অতএব এ সমস্ত রাত্রে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা যাবে না। কেননা এ সমস্ত রাত্রে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করার ফলে যে সন্তান আসবে তা কুসন্তান হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

এমনিভাবে অনেকেই পথে চলার সময় যদি ব্যাঙ লাফ দিয়ে বাম দিকে চলে যায়-তবে তাকে অশুভ মনে করে। আর যদি কেউ বাড়ী হ'তে বের হওয়ার পরে অথবা রাস্তায় চলার সময় কাউকে খালি কলস নিয়ে ফিরে আসতে দেখে তাহ'লে তাকে অশুভ মনে করে। আর অনেকেই এভাবে বলে থাকে যে– আজকে যদি বাড়ীতে কুকুরটা না থাকত, তাহ'লে চোরে সবই চুরি করে নিয়ে যেত, কুকুরটা চুরির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আর অনেকেই এভাবেও বলে থাকে যে, গতরাত্রে হঠাৎ করে রাত ৩ টার সময় ছেলেটাকে কঠিনভাবে ডাইরিয়া আক্রমণ করে, ঐ সময়েই যদি অমুক ডাক্তারকে না পাওয়া যেত তাহ'লে ছেলেটাকে আর বাঁচানো যেত না। উল্লিখিত বিষয়গুলি অর্থাৎ সময়, দিন-রাত, যুগ ও কালকে বিভিন্নভাবে গালি দেয়া, দুর্নাম করা ও অশুভ মনে করা– এমনিভাবে ব্যাঙ ও খালি কলসকে অশুভ মনে করা এবং কুকুর ও ডাক্তারকে বিপদ মুক্তির ওয়াছিলা মনে করা এ সবই ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত তথা হারাম। অতএব এ সমস্ত কথা, ধারণা ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সর্বক্ষেত্রে ও সর্ববিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা করার পূর্ণ তাওফীক্ব দান করুন আমীন।

মোট কথা প্রতিটি মুহূর্তে তথা সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, এমনিভাবে চলা-ফিরা, উঠা-বসা তথা সর্বাবস্থায় একজন মুসলমানের মুখ থেকে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা সম্বলিত এবং সকল প্রকার শির্ক বর্জিত পূর্ণ তাওহীদের কথাই প্রকাশ পাওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন অনেকক্ষণ বসে থাকার পরে উঠে দাঁড়ানোর সময় আল্লাহু আকবার বলা যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশই উঠে দাঁড়ানোর সময় ও মাগো! ও বাবারে ! ইয়া আলী ! ইয়া খাজা! ইয়া বাবা! এভাবে বলে থাকে। কিন্তু এ ভাবে বলা মোটেই ঠিক নয়। এমনিভাবে পথে চলতে চলতে পায়ে হোঁচট খেয়ে এবং ভাত খাওয়ার সময় বিষম লাগলে 'ইন্নালিল্লাহ' বা 'আল্লহু আকবার' বলা যেতে পারে এ ছাড়া অন্য কারো নাম স্মরণ করা ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

৬.আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মানত মানা (اَلنَّذْرُ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى)

'মানত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলোঃ উৎসর্গ করা, নিবেদন করা, প্রতিজ্ঞা করা, উপঢৌকন বা উপহার দেয়া ইত্যাদি। আর 'মানত' শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলোঃ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় আল্লাহর নামে কোন কিছু উৎসর্গ করা বা দান করা। এমনিভাবে কোন ইবাদত করার সংকল্প বা প্রতিজ্ঞা করাকে 'মানত' বলা হয়। এটা ইসলামী শরী'য়াত মুতাবিক জায়েয। যেমন এমরানের স্ত্রী বিবি হান্না আল্লাহর দরবারে 'মানত' মেনে বলেছিলেন,

﴿إِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَافِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا﴾ (آل عمران: ٣٥)

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি (হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য) আমার পেটে যে বস্তু আছে, তা তোমারই জন্য 'মানত' মানলাম।" (আলু-ইমরান, ৩৫)

তবে মানুষের জীবনে বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা পূরণের জন্য মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নামে যেমন

ফিরিশতা, নাবী ও রাসূলগণ এছাড়া নামধারী ওয়ালী-আওলিয়া, পীর-ফকীর, গাওস-কুতুব, এমনিভাবে হিন্দুদের কোন মূর্তি, থান বা খানকার নামে 'মানত' করা সবই শির্ক তথা হারাম। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)- এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

"وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِيْ ذُبَابٍ. قَالُوْا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَرَّ رَجُلاَنِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لاَ يَجُوْزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا , فَقَالُوْا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ. قَالَ لَيْسَ عِنْدِيْ شَيْءٌ أُقَرِّبُهُ. قَالُوْا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا. فَقَرَّبَ ذُبَابًا, فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ, فَدَخَلَ النَّارَ. وَقَالُوْا لِلْآخَرِ: قَرِّبْ. فَقَالَ: مَاكُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُوْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَضَرَبُوْا عُنُقَهُ, فَدَخَلَ الْجَنَّةَ" (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

ভাবার্থঃ "ত্বারিক বিন শিহাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, দ্বিতীয় আর এক ব্যক্তি ঐ একটা মাছির কারণেই জাহান্নামে প্রবেশ করেছে'। ছাহাবীরা একথা শুনে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) এটা কেমন করে হলো? উত্তরে রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) বললেন, দু' ব্যক্তি এমন এক গোত্র বা জনগোষ্ঠির পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছিল– যাদের জন্য রাস্তার পার্শ্বে পূর্ব থেকে এক মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তারা যখনই ঐ মূর্তির পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করত তখনই কোন না কোন বস্তু ঐ মূর্তির নামে উৎসর্গ করে পরে রাস্তা অতিক্রম করত। এটা ছিল তাদের চিরাচরিত অভ্যাস বা প্রথা।

উক্ত দু'ব্যক্তি ঐ রাস্তা অতিক্রম করার সময় তাদের মূর্তির নিকটবর্তী হ'লে তারা তাদের দু'জনকে ঐ মূর্তির নিকট কোন বস্তু হাদীয়া দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে হবে নতুবা তাদেরকে রাস্তা অতিক্রম করতে দেয়া হবে না এ নির্দেশ জারি করে দিল। গ্রামবাসীরা ঐ দু'জনের প্রথম ব্যক্তিকে বলল, তুমি মূর্তির নিকট কিছু হাদীয়া দাও। উত্তরে সে বলল, হাদীয়া দেয়ার মত আমার কাছে কিছুই নেই। তখন গ্রামবাসীরা তাকে বলল, যদি একটা মাছিও হয় তবুও একটা মাছি মেরে সেখানে হাদীয়া দিতে হবে– নতুবা তোমাকে রাস্তা অতিক্রম করে যেতে দেয়া হবেনা। তখন সে ব্যক্তি একটা মাছি মেরে সেখানে হাদীয়া দিল, ফলে গ্রামবাসীরা তার রাস্তা ছেড়ে দিল। এরপর (এ ভাবে গায়রুল্লাহর নামে সামান্য একটা মাছি মেরে হাদীয়া দেয়ার কারণে) সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। অতঃপর গ্রামবাসীরা দ্বিতীয়জনকে বলল, তুমিও আমাদের মূর্তির নামে কিছু হাদীয়া দাও। তখন সে উত্তরে বলল যে, একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে আমি সামান্যতম কোন বস্তু হাদীয়া দিতে রাজি নই, কারণ এটা বড় শির্ক। তখন গ্রামবাসীরা তাকে হত্যা করল। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করল।" (আহমাদ)

উল্লিখিত হাদীছসহ আরো অন্য হাদীছ ও আয়াতের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে, ক্ববরে, মাযারে, খানকায়, ও কারো দরবারে আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপজল থেকে শুরু করে হাঁস-মুরগী, ছাগল-গরু, টাকা-পয়সা যে কোন ধরণের জিনিস হোকনা কেন মানত দেয়া পরিষ্কার শির্ক তথা হারাম। বড় আফসোসের বিষয় এই যে, বর্তমান বাংলাদেশের বহু সংখক মানুষ এই শির্কের সাথে জড়িত কিন্তু এই শির্ক থেকে মানুষকে প্রতিহত করার জন্য সরকারী ও

বেসরকারীভাবে এবং বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক পার্টির পক্ষ থেকে জোরালোভাবে বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করা হয় না। তবে শুধু বাংলাদেশে নয় বরং বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী একমাত্র সালাফী বা আহলেহাদীছরাই উল্লিখিত শির্কী কার্যক্রমসমূহ তথা ক্ববর-মাযার ও পীর পূজা থেকে সকল শ্রেণীর মুসলমানদেরকে বিরত রাখার জন্য বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে, মাসজিদ-মাদরাসায় ও বিভিন্ন সভা-সমিতি ও সমাবেশে আলোচনা ও বক্তব্যের মাধ্যমে সার্বিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন।

৭. রাশিফল ও মানব জীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বাস করা

(الإِعْتِقَادُ فِيْ تَأْثِيْرِ النُّجُوْمِ وَالْكَوَاكِبِ فِي الْحَوَادِ ثِ وَ حَيَاةِ النَّاسِ)

যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, হুদায়বিয়াতে এক রাতে আকাশে এক চিহ্ন দেখা যায়। সেদিন রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) ফজরের নামায শেষে লোকদের দিকে ফিরে বসেন এবং বলেন, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন তা কি তোমরা জান? উত্তরে তারা বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমার কিছু বান্দা আমার উপর বিশ্বাসী হয়ে আর কিছু বান্দা অবিশ্বাসী হয়ে সকালে উঠে। যারা বলে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী আর গ্রহ-নক্ষত্রে অবিশ্বাসী। আর যারা বলে অমুক অমুক গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে– তারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী আর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী হিসাবে গণ্য।"

(বুখারী, ফাৎহুলবারী সহ ২/৩৩৩)

গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হওয়ার কথা বিশ্বাস করা যেমন কুফরী, তেমনি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রাশিফলের আশ্রয় নেওয়াও কুফরী কাজ। যে ব্যক্তি রাশিফলের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের কথা বিশ্বাস করবে, সে সরাসরি মুশরিক হয়ে যাবে। পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকে লিখিত রাশিফলের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে সেগুলি পাঠ করা শির্ক। তবে বিশ্বাস না করে কেবল মানসিক সান্ত্বনা অর্জনের জন্য পড়লে তাতে শিরক হবে না বটে, তবে তা কবীরা গুনাহ হিসাবে গণ্য হবে। কেননা শির্কী কোন কিছু পাঠ করে সান্ত্বনা লাভ করা জায়েয নয়। তাছাড়া শয়তান কর্তৃক তার মনে উক্ত বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে অল্প সময়ের প্রয়োজন, ফলে এ পড়াই তার শির্কের সাথে জড়িয়ে যাওয়ার কারণ হ'তে পারে।

حُكْمُ التَّوَسُّلِ بِالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ

পীর-মুর্শিদ ও অলী-আওলিয়াদের অসীলা ধরার বিধান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি একক এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহানবীর প্রতি– যাঁর পরে আর কোন নাবী আসবে না। অতঃপর বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসলমান তাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান ও সঠিক ধারণা না থাকার কারণে এবং ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের শিরক, বিদ'আত ও খুরাফাত অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে বাজে গল্প-গুজব, বাজে চিন্তা ধারনার আধিক্য দেখা যাচ্ছে। অপরদিকে অধিকাংশ সরলমতি মানুষেরা মুসলিম সমাজে পীর-মুর্শিদ, অলী-আওলিয়া নামধারী বেশ কিছু সংখ্যক আলেমদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে যেয়ে খুব বাড়াবাড়ি করে চলেছে। আর এটাই বর্তমান মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত বড় শিরকের মাধ্যম হিসাবে গণ্য। কেননা অধিকাংশ মানুষ এই ধারণা পোষণ করে যে, ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদ ওলী-আওলিয়ারা মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে। আর এজন্যেই অধিকাংশ মানুষ বিপদে-আপদে পড়ে মহান আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা ও আবেদন না জানিয়ে ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়াদের নিকট ছুটে যায় এবং তাদের কাছে প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদন জানিয়ে থাকে। এছাড়া তাদের জীবদ্দশায় তাদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে, আর তাদের মৃত্যুর পর তাদের ক্ববরসমূহের চারি পার্শ্বে তওয়াফ করে, এই ধারণা নিয়ে যে– ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়াদের মাধ্যমে তারা একদিকে সকল প্রকার বিপদ-আপদ ও দুশ্চিন্তা হ'তে মুক্ত হবে এবং তাদের সকল প্রকার প্রয়োজন পূর্ণ হবে।

আর অপর দিকে তারা ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়াদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করবে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ঐ সমস্ত জাহেল ও মূর্খ মানুষেরা যদি আল্লাহ্র কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাতের দিকে ফিরে আসত এবং দু'আ ও অসীলা সম্পর্কে কুরআন ও রাসূলের সুন্নাতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে একটু চিন্তা-ভাবনা করত তাহ'লে অবশ্যই তারা শরীয়ত সম্মত সঠিক বা প্রকৃত অসীলার তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত হ'তে পারত।

শরীয়তসম্মত সঠিক অসীলার বিবরণঃ

১. শরীয়তসম্মত প্রকৃত অসীলা তা-ই, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সালাম)-এর পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যেমন- আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আদেশগুলি যথাযথ ভাবে পালন করার মাধ্যমে এবং তাঁদের নিষেধকৃত সকল প্রকার হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

২. সৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করা যায়।

৩. এ ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার যে সমস্ত সুন্দরতম ও গুণবাচক নাম আছে, সে সমস্ত নাম উল্লেখ করে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করা।

উল্লিখিত তিনটি বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য, রহমত ও সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম ও পন্থা।

অপরদিকে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এবং বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মৃত ব্যক্তিদের ক্বরে গিলাফ চড়ানো, শামিয়ানা টাঙ্গানো, আলোকসজ্জা করা, আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালানো, ক্বরের

উপরে আতর, গোলাপজল ও ফুল ছিটানো, ফ্যান চালানো; এছাড়া ক্ববরবাসীর জন্য নযর-নিয়ায প্রদান করা, ক্ববরে তাওয়াফ করা, কুরআন শরীফ পাঠ করা, ভীত-সন্ত্রস্ত ও নমনীয়ভাবে নামাযের কায়দায় ক্ববরের পাশে বসা বা ক্ববরকে সামনে নিয়ে সিজদা করা এবং ক্ববরবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে তা (আল্লাহর নৈকট্য) হাছিলের চেষ্টা করা কোন রকমেই শরীয়ত সম্মত নয় বরং হারাম। কেননা তা বিদ'আতী ও শিরকী কাজ। এ সমস্ত কাজ থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি।

উমার ফারূক (রাযিআল্লাহু আনহু) তাঁর সময়ে একদা "ছালাতুল এসতেসকাতে" অর্থাৎ পানি প্রার্থনার দু'আতে রাসূলুল্লা-হ্ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর চাচা আব্বাস (রাযিআল্লা-হু আনহু)-কে অসীলা করে আল্লাহ্র কাছে পানির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। "মানুষের দ্বারা অসীলা গ্রহণ করা জায়েয"-এর স্বপক্ষে অনেকেই উমার ফারূক (রাযিআল্লাহু আনহু) আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর দ্বারা পানির জন্য যে অসীলা গ্রহণ করেছিলেন তাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। তবে কথা হলো– উমার ফারূক (রাযিআল্লা-হু আনহু) আব্বাস (রাযিআল্লা-হু আনহু)-এর দু'আর মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর ব্যক্তি সত্তার মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ করেন নাই।

প্রকাশ থাকে যে, কোন মানুষের দু'আর মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ করা আর কোন মানুষের ব্যক্তি সত্তার মাধ্যমে অসীলা গ্রহণ করা এক বস্তু নয়। কারণ কোন জীবিত ও নেক্কার মানুষের দু'আর মাধ্যমে অসীলা তলব করা জায়েয ও শরীয়তসম্মত। কাজেই উমার ফারূক (রাযিআল্লাহু আনহু) শরীয়তসম্মত পন্থায়

অসীলা তলব করেছিলেন। অপরদিকে কোন জীবিত বা মৃত নেককার মানুষের শুধু ব্যক্তি সত্তার দ্বারা অসীলা তলব করা শরীয়তে জায়েয নেই।

আর সুস্থ বিবেক ও জ্ঞান সম্পন্ন কোন মানুষের পক্ষে এ কথা স্বীকার করা আদৌ সম্ভব নয় যে, একজন মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, যখন তার সমস্ত শরীরের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়, তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অকেজো হয়ে যায়- এসব কিছুর পরেও ঐ মৃত ব্যক্তি তার নিজ নফসের জন্য কোন উপকার করতে পারে। আর ঐ মৃত ব্যক্তির পক্ষে অন্য লোকের কোন উপকার করা যে অসম্ভব এটাতো বলার অবকাশই রাখে না। মৃত্যুর পর মানুষ কোন প্রকার কাজ করার ক্ষমতা রাখে না, এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ্ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সালাম) বলেছেন,

(إِذَا مَاتَ إِبْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ ...)

অর্থঃ “যখন কোন আদম সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিন প্রকার আমল যা কোন সময় বন্ধ হয় না।

১. ছাদকায়ে জারিয়াহ্ (যেমন- মাসজিদ, মাদ্রাসা তৈরী করা, হাসপাতাল তৈরী করা ইত্যাদি।)

২. অথবা এমন এলেম বা জ্ঞান রেখে যাওয়া যার দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে।

৩. অথবা এমন সু-সন্তান রেখে যাওয়া, যে তার মৃত পিতার জন্য দু'আ করে।

উক্ত হাদীছের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, কুবরে শুয়ে থাকা মৃত ব্যক্তিরা দুনিয়ায় যারা বেঁচে আছেন তাদের প্রতি চরমভাবে মুখাপেক্ষী, এই জন্য যে, দুনিয়ার জীবিত মানুষেরা মৃত মানুষদের সমস্ত পাপের ক্ষমার জন্য, জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির জন্য এবং তাদের জান্নাত লাভের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবে। অপর দিকে দুনিয়ার জীবিত মানুষেরা কবরে শুয়ে থাকা মৃত মানুষদের দু'আর প্রতি কোন প্রকারেই মুখাপেক্ষী নয়। কেননা উক্ত হাদীছই স্বীকৃতি প্রদান করছে যে- আদম সন্তানের মৃত্যুর সাথে সাথে তার সকল আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

অতএব, জীবিত মানুষেরা যেভাবেই অনুনয় ও বিনয় করে দীর্ঘ সময় ধরে মৃত ব্যক্তিদেরকে ডাকুক না কেন- মৃত ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের ডাকে সাড়া দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَايَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ* اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَايَسْمَعُوا دُعَائَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَااسْتَجَابُوالَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ.﴾ (فاطر: ١٣،١٤)

অর্থঃ "আর তোমরা সেই মহান আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে (উপাস্য মনে করে) ডাক, তারা তো তুচ্ছ-সামান্য একটা খেজুরের আঁটিরও মালিক নয়। তোমরা যাদেরকে তোমাদের সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী মনে করে ডাক, তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। আর যদি তোমাদের ডাক তারা শুনতেও পায়, তবে তারা তোমাদের সে ডাকে সাড়া দিতে পারে না" (সূরা ফাতির, ১৩-১৪)। আর এটা জানা কথা যে, যিনি কোন কিছুর মালিক নন তিনি অপরকে কিছু দিতে পারেন না। আর

যিনি কোন কিছুই শুনতে পান না, তিনি কোন কিছুরই জবাব দিতে পারেন না এবং কোন কিছুরই খবরও রাখেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُكَ وَلاَيَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِيْنَ * وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِه.﴾ (يونس: ١٠٦، ١٠٧)

অর্থঃ "(হে মুহাম্মাদ! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)) আপনি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন আর কাউকে ডাকবেন না, যিনি আপনার কোন প্রকার ভাল ও মন্দ করার কোন ক্ষমতা রাখেন না। কাজেই হে নবী! আপনি যদি এমন কাজ করেন তাহ'লে আপনিও যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। (শুধু তাই নয় হে নবী!) আল্লাহ্ যদি আপনার উপর কোন কষ্ট ও বিপদ-আপদ আরোপ করেন, তাহ'লে একমাত্র সেই আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই ঐ বিপদ-আপদ দূর করতে পারবে না। এমনিভাবে আল্লাহ্ যদি আপনাকে কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে আল্লাহ্র মেহেরবানীকে বন্ধ করার মত আর কেউই নেই।" (সূরা ইফনুস, ১০৬-১০৭)

অতএব উক্ত আয়াত দুটি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে- একমাত্র আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ায় আর যে সমস্ত নামধারি (পীর-মুর্শিদ, গাউস-কুতুব, খাজাবাবা, দয়ালবাবা, ওলী-আওলিয়া, যেমন বর্তমান বাংলাদেশের সাঈদাবাদী, দেওয়ানবাগী, চরমোনাই, আটরশি, চন্দ্রপুরী, শাহ্জালাল, খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী এবং বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী ইত্যাদি যারা আছেন তাদের কেউই মানুষের সামান্যতম ভাল ও মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন না।

পীর, কবর ও মাযার পূজারীদের অনেকেই বলে থাকে যে- আমরা যে সমস্ত উদ্দেশ্য নিয়ে পীর-ফকীর, ওলী-আওলিয়াদের নামে বিভিন্ন ধরনের মান্নত ও হাদীয়া দিয়েছি এবং তাদের কাছে আবেদন-নিবেদন ও প্রার্থনা করেছি, সেই সমস্ত উদ্দেশ্য হাছিল হয়েছে-এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আর যদি ধরে নেওয়া যায় যে- সত্যিই তাদের উদ্দেশ্য হাছিল হয়েছে, তাহ'লে এ ব্যাপারটা দুটি বিষয়ের মধ্য হ'তে যে কোন একটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। বিষয় দুটি নিম্নরূপঃ

১. উল্লিখিত মানুষদের উদ্দেশ্য হাছিলের বিষয়টা হয়ত এমন হবে যে– যে বিষয়ের উপর সৃষ্টজীব মানুষ স্বভাবগত ভাবে ক্ষমতা রাখে। কাজেই মানুষেরা এ ধরনের বস্তু শয়তানদের সহযোগিতায় হাছিল করতে পারে। কেননা শয়তানেরা সর্বদা কবরসমূহের নিকট উপস্থিত থাকে, এরপর মানুষেরা যখন আল্লাহ্‌র ইবাদত ছেড়ে দিয়ে ঐ সমস্ত পীর-মুর্শীদ, ওলী-আওলিয়াদের কবরে, মাযারে গিয়ে এবং বিভিন্ন প্রকার দেব-দেবী তথা মূর্তিদের সামনে গিয়ে ইবাদত বন্দেগী ও পূজা-পার্বন করতে থাকে– তখন শয়তানেরা সে সমস্ত জায়গায় গিয়ে সরলমতি মানুষদের স্বাভাবিক তাওহীদবাদী চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণাকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করে। আর পরিশেষে তাদেরকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করে ফেলে। যেমনভাবে শয়তানেরা প্রাচীন যুগে নূহ (আঃ)-এর কওমকে প্ররোচনা দিয়ে তাওহীদ তথা ইসলামের পথ থেকে পথভ্রষ্ট করে মূর্তি পূজারীতে পরিণত করেছিল। প্রথমে শয়তানেরা নূহ (আঃ)-এর কওমের শ্রদ্ধাভাজন পূর্ববর্তী ওলী-আওলিয়াদের ছুরত বা আকৃতি ধারণ করে তাদের সামনে এসে বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদির খবর দিয়ে তাদেরকে আকৃষ্ট করে। এরপর

শয়তানেরা তাদেরকে পরামর্শ দেয় যে, দেখো! তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা ওলী-আওলিয়া, পীর, মুর্শিদ ছিল। তোমরা যদি তাদের ছবি অংকণ করে মাসজিদের ভিতরে পিছনের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখ আর মাঝে মাঝে তাদের ছবিগুলি দেখ, তাহলে তাদের আকৃতি এবং তাদের অধিক ইবাদত বন্দেগীর কথা স্মরণ করে তোমরাও বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগী করতে পারবে। শয়তানের এই পরামর্শ পেয়ে খুব খুশী হয়ে তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের ছবি অংকণ করে মাসজিদের ভিতর পিছনের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। এরপর মাঝে মাঝে ঐ সমস্ত ছবি দেখে, তাদের কথা স্মরণ করে, ইবাদত বন্দেগী করতে থাকে।

এই অবস্থা বহুদিন চলার পর শয়তানেরা পুনরায় তাদেরকে পরামর্শ দেয় যে, তোমরা এই ছবিগুলিকে পিছনে না রেখে বরং সামনে দেয়ালের সাথে ঝুলিয়ে রাখ। তাহ'লে তোমরা নামায পড়ার সময় ঐ ছবিগুলি অতি সহজে তোমাদের সামনে দেখতে পাবে, আর তাদের কথা স্মরণ করে ইবাদতে মনোনিবেশ করতে পারবে। তারা তাই করলো। এই অবস্থা বহুদিন চলার পরে শয়তানেরা তাদেরকে পুনরায় পরামর্শ দেয় যে, তোমরা যদি এই ছবিগুলিকে সুন্দরভাবে বড় আকারের মূর্তি বানিয়ে দেয়ালের পার্শ্বে খাড়া করিয়ে রেখে ইবাদত কর, তাহ'লে তোমাদের ইবাদত খুবই ভাল হবে।

মোটকথা শয়তানেরা এ ভাবেই নূহ (আঃ)-এর কওমকে তাওহীদ তথা ইসলামের পথ থেকে পথভ্রষ্ট করে শিরক তথা মূর্তি পূজারীতে, হিন্দুতে পরিণত করেছিল। আর এটাই হলো মূর্তিপূজা তথা হিন্দু ধর্ম সৃষ্টির গোড়ার কথা।

এমনিভাবে শয়তানেরা গণক ও যাদুকরদের নিকট দুনিয়ার বর্তমান ঘটমান বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে খবর পরিবেশন করে

থাকে, আর এই সুযোগে ঐ সমস্ত গণক, যাদুকর এবং ভন্ড পীর-মুর্শিদরা দুষ্ট শয়তানদের সহযোগিতায় মানুষের কিছু কিছু প্রয়োজন মিটাতে পারে, আর কিছু কিছু সমস্যাও দূর করতে পারে, যেটা মানুষের পক্ষে সম্ভব। এমনিভাবে দুষ্ট শয়তানেরা মূর্তিসমূহের ভিতরে প্রবেশ করে মূর্তি পূজারীদের সাথে কথা বলে এবং তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনও মিটিয়ে থাকে।

২. অথবা মানুষদের উদ্দেশ্য হাছিলের বিষয়টা এমন হবে যে, যে বিষয়ের উপর একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই ক্ষমতা রাখে না। যেমন জীবন-মরণ, সুস্থতা, ধনাঢ্যতা ও দরিদ্রতা ইত্যাদি। এসমস্ত জিনিস দান করা একমাত্র আল্লাহ্র কাজ। আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই এ সমস্ত বিষয়ের সামান্যতম কোন ক্ষমতা রাখে না। আসমান-যমীন তথা এই পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জীবন, মরণ, রিযিক, ধনাঢ্যতা, দরিদ্রতা এ সমস্ত জিনিস নির্ধারণ করে রেখেছেন। কাজেই এ সমস্ত জিনিস জীবিত বা মৃত পীর-মুর্শিদ, গাউস-কুতুব, ওলী-আওলিয়াদের কিরামতিতে বা তাদের দু'আর বরকতে পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও বই-পুস্তকে দেখতে পাওয়া যায় যে, বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রাহিমাহুল্লা-হ), খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী দয়াল বাবা, খাজা বাবা, আটরশী, সাঈদাবাদী ও দেওয়ানবাগী ইত্যাদি এ সমস্ত পীর-আওলিয়াদের দু'আর বরকতে বহু মানুষ তাদের বিবাহ করার দীর্ঘ ৫, ১০ বছর পরে সন্তান লাভ করেছে। তাদের দু'আর বরকতে নদীতে নৌকা, লঞ্চ, ও জাহাজ ডুবির হাত থেকে বেঁচে গেছে এবং রাস্তায় যান-বাহনের দুর্ঘটনা হ'তে রক্ষা পেয়েছে ইত্যাদি। মানুষের এ ধরনের বিশ্বাস করা শিরকী কাজ। কারণ কাউকে ছেলে-মেয়ে

দান করা, বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করা, একমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষেই সম্ভব- কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

অতএব, জ্ঞানবান মানুষদের উচিত হবে যে, তারা যেন এ সমস্ত ধর্মীয় বিষয়ে কোন প্রকার গাল-গল্প, গুজব এবং ভিত্তিহীন চিন্তা-ভাবনাকে বিশ্বাস না করে, কারণ এগুলি মানুষকে বিপথগামী করার, মূর্খতায় নিমজ্জিত করার অন্যতম কারণ ও উৎস। আর এগুলি চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য অন্ধত্বের সমতুল্য আর হৃদয়বান ব্যক্তিদের জন্য মৃত্যুর সমতুল্য। কাজেই তারা যেন সর্বাবস্থায়ই তাদের অন্তঃকরণকে আল্লাহ্‌র দিকেই নিবিষ্ট করে। তারা যেন তাদের সকল প্রকার প্রয়োজন মিটানোর জন্য একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করে। কোন প্রকারেই যেন কোন মানুষ বা সৃষ্টি জীবের উপর ভরসা না করে। কেননা প্রত্যেক মানুষ বা সৃষ্টজীব আল্লাহ্‌র ক্ষমতার মোকাবেলায় দুর্বল, মিসকীন, তাদের জীবন মূর্খতা ও অপারগতায় ভরপুর। আর ঐ কবরবাসীরা এমন দুর্বল ও অপারগ যে, তারা কবরে তাদের দেহের উপর চাপা দেয়া মাটিগুলিকেও সরিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে না। এমন কি শিয়াল-কুকুর যদি তাদের ক্ববরের উপর পেশাব-পায়খানাও করে দেয় – তবুও তাদের কোন কিছুই করার নেই। এমতাবস্থায় আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করবে? একটু ভেবে দেখবেন কি?

ধারণাকৃত কারামতসমূহ (الكرامات المزعومة)

আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার মানুষদেরকে হিদায়াত করার জন্য যুগে যুগে নাবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন। আর এই

উদ্দেশ্যকে পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মাঝে মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী নাবী ও রাসূলগণকে 'মু'জিযাহ' অর্থাৎ অলৌকিক শক্তি দান করে তাদেরকে সাহায্য ও শক্তি দান করেছিলেন সাধারণ মানুষের মোকাবিলায়। এমনিভাবে আল্লাহ্ তাঁর কিছু কিছু নেক্কার বান্দাদেরকেও 'কারামত' অর্থাৎ মর্যাদা ও অলৌকিক শক্তি দিয়ে সম্মানিত করেন। অপরদিকে ভন্ড পীর-মূর্শিদ, ওলী-আওলিয়ারা ধর্মের নামে বাজে গল্প-গুজব, ভিত্তিহীন চিন্তা-ধারণা, আজগুবি ও মিথ্যা ঘটনাবলী তৈরী করে এগুলিকে 'মু'জিযা' ও 'কারামত' নাম দিয়েছে। পরবর্তীতে এই বানোয়াট 'মু'জিযা' ও 'কারামত' গুলি বিভিন্ন প্রকারে (যেমন হারমনিয়াম, তবলা, দোতারা, তেতারা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহকারে শরীয়তী, মারফতী ও মাইজ ভাণ্ডারী গান, আজগুবি গল্প-গুজব, অসাধু লেখকদের অলৌকিক কিস্সা-কাহিনী সম্বলিত লিখিত পুথি ও বই পুস্তক, ধর্ম ব্যবসায়ী পীর-ফকীর ও মুর্শিদদের ভিত্তিহীন বানোয়াট ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে) সাধারণ মানুষের মাঝে বিস্তার লাভ করেছে। উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে আল্লাহ্ প্রদত্ত 'মু'জিযা' ও 'কারামত' এবং অপরদিকে ঐ সমস্ত ভন্ডপীর, মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়াদের বানোয়াট 'মু'জিযা' ও 'কারামত'। ধর্মীয় ব্যাপারে স্বল্প জ্ঞান থাকার কারণে সরলমতি সাধারণ মানুষেরা এই দু' শ্রেণীর 'মু'জিযা' ও 'কারামতের' মাঝে কোন পার্থক্য করতে পারে না।

পরিশেষে আমরা একথাই বলব যে, ঐ সমস্ত ভন্ড পীর-ফকীর, ও ওলী-আওলিয়াদের বানোয়াট 'মু'জিযা' ও 'কারামত' সবই শয়তানী কার্যক্রম অথবা ঐগুলি তাদের সুপরিকল্পিতভাবে সাজানো কৌশলমাত্র। আর ঐগুলিকেই তারা পীর-মুর্শিদ, ওলী-

আওলিয়াদের 'মু'জিযা' 'কারামত' ও 'বরকত' হিসাবে মানুষের নিকট প্রকাশ করে থাকে।

অতঃপর সাধারণ জনগণ ঐ সমস্ত ভন্ড ও মিথ্যুক পীর-ফকীরদের প্ররোচনায় পড়ে ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদ, দয়াল বাবা, খাজাবাবা ও ওলি-আওলিয়াদের দরবারে এবং তাদের ক্ববরে ও মাযারে আগরবাতি, মোমবাতি, ফুল, আতর, গোলাপ জল, হাস-মুরগী, গরু-ছাগল, টাকা-পয়সা, তথা বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র হাদীয়া ও মানত হিসাবে দান করতে থাকে। অপর দিকে বহুলোক ক্ববর, মাযার ও পীর পূজার সাথে জড়িত থেকে এবং ঐ সমস্ত কবর-মাযার ও পীর সাহেবদের খাদেম ও খলীফা সেজে মিথ্যা, ভণ্ডামি ও ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে সরল প্রাণ মানুষদের ধন-সম্পদ বিভিন্ন কৌশলে লুটে খাচ্ছে। এটা যে পরিস্কার হারাম, এতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান দেশের এক শ্রেণীর নিকৃষ্টতম, ঘৃণিত, স্বার্থান্বেষী, নামধারী আলেম সমাজ এই 'বিনা-পুঁজির পীর প্রথা ব্যবসাকে' খুব জাঁকজমক করে তুলেছে।

পরিশেষে আমরা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত ভাইদের কাছে এটাই দাবী রাখব যে, আপনারা একবার আপনাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন যে, একজন 'মানুষ' মৃত্যুর কারণে যখন তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে। তাকে দাফন করার কিছুদিন পরেই তার শরীরের মাংসগুলি সব পোকা-মাকড়ে খেয়ে ফেলেছে, দু'চার বছর পরে তার হাড্ডিগুলি সব মাটির সাথে মিশে গেছে, এর পরেও আল্লাহ প্রদত্ত সবচেয়ে বড় নি'য়ামত আপনার ঐ 'সুস্থ বিবেক' কি একথাই বিশ্বাস করবে যে ঐ মৃত ব্যক্তি (ক্ববরে যার হাড়-হাড্ডির কোন চিহ্ন নাই) সে আপনার দু'আ শ্রবণ করে, আপনার জন্য ভাল মন্দ করার ক্ষমতা রাখে, আপনাকে বিপদ

থেকে উদ্ধার করে, নদীতে ও সমুদ্রে লঞ্চ ও জাহাজ ডুবি হ'তে রক্ষা করে, আপনাকে বা আপনার ছেলেকে পরীক্ষায় পাশ করা বা ভাল রেজাল্ট করার জন্য সাহায্য করে, আপনার বিয়ে করার পর ৫/১০ বছর যাবত নিঃসন্তান থাকার পরে তারা আপনাকে সন্তান দান করে, পরকালে আল্লাহ্‌র নিকট তারা আপনার জন্য সুপারিশ করবে-ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে এ সমস্ত বিষয়গুলি যদি আপনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস নাই করেন, তাহ'লে ঐ সমস্ত ভন্ডপীর-ফকীর, দয়াল বাবা, খাজা বাবা, ওলী-আওলিয়াদের কবরে-মাযারে এবং তাদের দরবারে বিভিন্ন প্রকার হাদীয়া ও মান্নত কী উদ্দেশ্যে দেন? একবার ভেবে দেখবেন কি?

আর যদি আপনি মনে-প্রাণে এ বিশ্বাস করেন যে, ঐ সমস্ত ভন্ড পীর, ফকীর, মুর্শিদ, দয়াল বাবা, খাজা বাবা তাদের কবরে, মাযারে ও দরবারে বিভিন্ন প্রকার হাদীয়া- তোহফা ও মান্নত দিয়ে তাদেরকে খুশী করতে পারলে তারা আপনার সকল প্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা পূর্ণ করে দিবে, সকল প্রকার বিপদ-আপদ হ'তে তারা আপনাকে রক্ষা করবে, এমনকি তারা পরকালে আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করে আপনাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে, তাহ'লে নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর সাথে ঐ সমস্ত পীর-ফকীরদেরকে অংশী স্থাপন করলেন। আপনি দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্তে কমপক্ষে ৩০ রাক'আত নামাযে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহার ভিতরে-

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.﴾

অর্থঃ "(হে আল্লাহ্!) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি"- এই যে অঙ্গীকার করলেন– তাহ'লে এই অঙ্গীকারের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে আপনি পাক্কা মুশরিক হয়ে গেলেন। যার ফলে জান্নাত আপনার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে গেল, আপনাকে

চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকতে হবে, আর পরকালে আপনার জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না। আর দুনিয়ার জীবনে 'আপনি একজন গরু খাওয়া মুসলমান মুশরিক' অপরদিকে 'একজন শূকর খাওয়া হিন্দু মুশরিক' এদু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকল না। এমনিভাবে কোন পীর সাহেবের নামে মান্নত করা ও যবেহ করা আপনার হাস-মুরগী, গরু-ছাগল; অপরদিকে হিন্দুদের মা-কালী, মা-দুর্গা ও রামের নামে হাঁস-মুরগী ও পাঁঠা বলি দেয়ার মাঝে কোন পার্থক্য থাকল না। দুনিয়ার মানুষের নিকট এ' দুই শ্রেণীর মুশরিকদের ভিতর কিছুটা পার্থক্য থাকলেও প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র নিকট কোন পার্থক্য নেই। আর এজন্যেই মুসলিম বঙ্গের মহাকবি, জাতীয় কবি ও বিদ্রোহী কবি **'কাজী নজরুল ইসলাম'** মুসলমানদের এ সমস্ত শির্‌কী কার্যক্রম দেখে বড় আফসোস করে বলেছিলেন,

তাওহীদের হায় এ চির সেবক, ভুলিয়া গিয়াছে সে তাকবীর,
দূর্গা নামের কাছাকাছি প্রায়, দরগায় গিয়া লুটায় শির।
ওদের যেমন রাম-নারায়ণ, এদের তেমন মানিক পীর,
ওদের চাল ও কলার সঙ্গে, মিশিয়া গিয়াছে এদের ক্ষীর।

এমনিভাবে মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের শিরকী কাজের সয়লাব দেখে বিশ্ব বিখ্যাত উর্দূ কবি 'ডঃ আল্লামা ইকবাল' বড় আফসোস করে 'মূর্তি পূজারী হিন্দু' এবং 'পীর ও কবর পূজারী 'মুসলমানদের' মাঝে তুলনামূলক বিচার বিবেচনা করে বলেছিলেন,

বাংলা মায়ের দু'টি সন্তান, একটি হিন্দু আর একটি মুসলমান।

'হিন্দুরা' নিজের হাতে মাটির মূর্তি তৈরী করে তা মাটির উপরে রেখে তার সামনে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য, জিনিসপত্র ভোগ দেয় এবং তার পূজা করে। অপরদিকে 'মুসলমানরা' যারা তাদের পীর-মুর্শিদ, ফকীর, দয়ালবাবা, খাজা বাবা, ওলী-

আওলিয়াদের মৃতদেহ- মৃত লাশকে মাটির তলায় লুকিয়ে রাখে, মাটির নিচে ক্ববর দেয়। এরপর ঐ সমস্ত ক্ববরগুলিকে বিভিন্নভাবে চাকচিক্য ও সৌন্দর্য মন্ডিত করে এবং সেখানে বিভিন্ন প্রকারের হাদীয়া ও মান্নত প্রদান করে। এরপর ঐ ক্ববরবাসীর ভক্ত অনুরক্ত ও মুরীদানরা ক্ববরের চার পার্শ্বে খুব নমনীয় ভাবে নামাযের কায়দায় বসে তাদের জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ক্ববর বাসীর কাছে আবেদন-নিবেদন ও ফরিয়াদ করতে থাকে। আর অনেকেই ক্ববরের চার পার্শ্বে তওয়াফ করে এবং সিজদাও করে।

অতএব প্রমাণিত হ'ল যে, বাংলা মায়ের এ' দুই সন্তান একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান- যাদের মধ্যে বাহ্যিকভাবে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও আকীদা বা বিশ্বাসগত দিক দিয়ে কোনই পার্থক্য নেই। কারণ যে 'হিন্দু' সে তো জন্মগত ভাবেই মুশরিক, আর যে 'মুসলমান' সে তো ঐ সমস্ত শিরকী কাজ করার কারণেই মুশরিক হয়ে গেল। বর্তমান বাংলাদেশে নামধারী পীর-ফকীরদের ধর্মের নামে শিরকী ও বিদ'আতী কার্যক্রমের বাস্তবচিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যে কবি 'শফীউল আলম' বলেন,

পীর মুর্শিদের পাড়িয়েছে দোহাই কত আযাযীল শয়তান
কত ক্ববরে জ্বলেরে প্রদীপ মাসজিদে নেই বাতি।
খানকাহ মাযারে শিন্নী লয়ে উঠেছে সবাই মাতি
লুটেদের দল লুটলো সবি আর কিছু নেই বাকী।
কত রমণী করছে ধর্ষণ ধর্মের নামে ডাকি
সাধুর বেশে শয়তান এসে দিচ্ছে কুমন্ত্রণা।
তাই না দেখে বিপথগামী হচ্ছে কতজনা
উড়াও গগণে তাওহিদী নিশান ... জাগরে ...।

এই সমস্ত শিরকী কাজ থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে হিফাযত করুন। আমীন।

অতীত ও বর্তমান যুগের মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য

(المشركون قديمًا وحديثًا)

ক্ববর ও মাযার পূজারীদের অধিকাংশই একথা বলে থাকে যে, জাহেলী যুগের মুশরিকগণ মূর্তি সমূহের পূজা করত। আর আমাদের নিকট এমন কোন মূর্তি নেই, যাদেরকে আমরা পূজা করে থাকি। বরং আমাদের নিকট কিছু সংখ্যক নেক্কার পীর-মুর্শিদ ও ওলী-আওলিয়াদের ক্ববর ও মাযার আছে, অবশ্য সে সমস্ত ক্ববরে ও মাযারে গিয়ে আমরা তাদের ইবাদত করিনা। আমরা তো আল্লাহর কাছে শুধু এই প্রার্থনা করি যে, 'হে আল্লাহ! তুমি ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদ, বুজুর্গ ও ওলী-আওলিয়াদের অসীলায়, তাদের সম্মানের খাতিরে, আমাদের প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করে দাও'। আর ক্ববর ও মাযার পূজারীদের ধারণা হ'ল, ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদদের কাছে প্রার্থনা করা, আবেদন-নিবেদন করা, এগুলি ইবাদতের ভিতর গণ্য নয়। ঐ সমস্ত ক্ববর ও মাযার পূজারীদের কথার উত্তরে একথা বলব যে, নিশ্চয়ই কোন মৃত ব্যক্তির নিকট কোন প্রকার সাহায্য ও বরকত তলব করাই হল দু'আ ও প্রার্থনা। আর এ দু'আই হল ইবাদত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম) বলেছেন,

"الدعاء هو العبادة"

অর্থঃ "দু'আ বা প্রার্থনা করাটাই হ'ল ইবাদত"

অতীত যুগের মুশরিকদিগকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তোমরা তোমাদের মূর্তিগুলোকে কেন ডাক? তারা এ প্রশ্নের

উত্তরে যে কথা বলেছিল, সেটাই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজিদে বর্ণনা করেছেন,

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى.﴾ (الزمر: ٣)

অর্থঃ "(মক্কার মুশরিকরা বলেছিল যে) আমরা ঐ সমস্ত মূর্তিগুলোর ইবাদত এজন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়" (যুমার, ৩)।

ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক

(شرك المحبة)

অত্যধিক ভালবাসা ও সম্মানের সাথে পূর্ণ অনুভূতিকে এবং অন্তরের পূর্ণ একাগ্রতাকে কোন সৃষ্টি জীবের প্রতি নিবদ্ধ করা, পেশ করা কোনক্রমেই জায়েয নয়। কারণ তা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যেই প্রযোজ্য। আর এই অত্যধিক ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করাকে আল্লাহ্‌র ইবাদত বলে গণ্য করা হয়। ইসলামী শরীয়তের সীমা অতিক্রম করে যে সমস্ত ভক্ত-অনুরক্ত ও মুরীদানরা তাদের পীর-মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়াদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে যেয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করে এবং তাদেরকে নিষ্পাপ, নিষ্কলুস ও পবিত্র বলে বিশ্বাস করে, প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত ভক্ত-অনুরক্ত ও মুরীদানরা তাদের পীর-মুর্শিদদের পূজা করে থাকে।

মোটকথাঃ ঐ সমস্ত মুরীদানরা তাদের পীর-মুর্শিদদের পবিত্রতা বর্ণনার ব্যাপারে যদি বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জিত না করত; তাহ'লে তারা তাদের পীর-মুর্শিদদের মৃত অবস্থায় ক্ববরে শায়িত থাকার কারণে শরীয়ত বিরোধী এই সমস্ত হারাম কাজ কখনোই করত না।

ঐ সমস্ত মুরীদানরা তাদের পীর-মুর্শিদদের নামে সত্য কসম করতে উদগ্রীব হয়ে উঠে। অপর দিকে তারা হাসি ঠাট্টা করে

মহান আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এমনকি এই সমস্ত মুরীদানদের সামনে যদি কোন মানুষ স্বয়ং মহান আল্লাহ্কে গালি দেয়– তাহ'লে এ বিষয়ে তারা রাগান্বিত হয় না এবং এ বিষয়ে তাদের ভিতরে তেমন কোন প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয় না। অথচ যদি কোন ব্যক্তি তাদের পীর-মুর্শিদদেরকে গালি-গালাজ করে, তাহ'লে এজন্য তারা অত্যধিক রাগান্বিত হয় এবং এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তারা খড়্গ হস্ত হয়ে ওঠে। তাহ'লে এর দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, তারা আল্লাহ্কে যে পরিমাণ সম্মান ও মহব্বত করে, তার চেয়ে তারা তাদের পীর-মুর্শিদদেরকে অধিকগুণ বেশি সম্মান ও মহব্বত করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ﴾ (البقرة : ١٦٥)

অর্থঃ "আর মানুষের মধ্য হ'তে অনেকেই তাদের উপাস্যগুলিকে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করে, আর তারা আল্লাহ্কে যেমন ভালবাসে ঠিক তেমন তাদের উপাস্যগুলিকেও ভালবাসে। তবে যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে, তারা ঐ সমস্ত মুশরিকদের তুলনায় আল্লাহ্কে অনেক বেশি ভালবাসে" (বাক্বারাঃ ১৬৫)। তাহ'লে এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য মনে করে ভালবাসাটাই 'ভালবাসার ক্ষেত্রে শিরক' বলে গণ্য।

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের অতি নিকটেই বিদ্যমান।

(الله قريب من عباده)

নিশ্চয়ই 'আল্লাহ্ তা'আলা' (অর্থাৎ আল্লাহ্র জ্ঞান, দর্শন শক্তি ও শ্রবণ শক্তি) তাঁর বান্দাদের অতি নিকটেই বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّي فَإِنِّى قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوالِى وَلْيُؤْمِنُوابِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.﴾ (البقرة: ١٨٦)

অর্থঃ "(হে নবী!) আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্ বান্দার অতি নিকটেই রয়েছি। কাজেই যখন কোন বান্দা আমাকে ডাকে বা আমার কাছে প্রার্থনা করে, তখন আমি তার প্রার্থনা কবূল করি। অতএব তারা যেন যথাযথ ভাবে আমার হুকুম মেনে চলে এবং আমার প্রতি নিঃসংকোচে ঈমান আনে, তাহ'লে তারা সৎপথে আসতে পারবে" (বাকারাঃ ১৮৬)

অতএব বিশেষ করে মুসলমানদের উচিত হবে যে, তারা যেন বিপদে-আপদে পড়ে তথা যেকোন মুহূর্তে তাদের সকল প্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য সরাসরি আল্লাহ্র কাছে আবেদন-নিবেদন করবে, প্রার্থনা করবে, আশ্রয় চাইবে, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং বান্দার মাঝে কোন রকমের পর্দা বা প্রতিবন্ধকতা নেই। শুধু তাই নয়, তিনি মানুষের জীবনের সর্ব বিষয়ের পরিচালক, আর মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই সীমাবদ্ধ। কাজেই আল্লাহর সম্মতি ছাড়া কোন নবী-রাসূল পীর-মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়া তিনি যেই হোন না

কেন মানুষের কোন বিষয়ে কোনরূপ ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ্ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

(وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَواجْتَمَعَت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك بشئ إلا بشئ قد كتبه الله لك، ولواجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك إلا بشئ قد كتبه الله عليك.)

অর্থঃ তুমি ভাল করেই জেনে রাখ যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা (দুনিয়া সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে) তোমার জন্য যে কল্যাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার অতিরিক্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে কোন বিষয়ে তোমার কোন কল্যাণ করতে চায়? তাহলে তারা তোমার জন্য সামান্যতম কোন কল্যাণ বা উপকার করতে পারবে না। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য যে অকল্যাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার অতিরিক্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সম্মিলিতভাবে যদি তোমার কোন বিষয়ে কোন ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তারা তোমার সামান্য পরিমাণও কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। শিরকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ.﴾ (المائدة : ٧٢)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন, তার চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর এই সমস্ত যালেম তথা মুশরিকদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন কোন সাহায্যকারী থাকবে না।" (সূরা মায়িদাহ্, ৭২)

অতএব কোন মুসলমান যখন ইসলাম ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, তখন তার উচিত হবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্ব ইবাদতে একনিষ্ঠভাবে সেই আল্লাহ্র ইবাদত করা- যিনি একক, যাঁর কোন অংশীদার নেই। আর যে সমস্ত বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ কোন প্রকার ক্ষমতা রাখেনা– সেই সমস্ত বিষয় হাছিলের জন্য দুনিয়ার কোন পীর-মুর্শিদ, গাউস-কুতুব, ওলী-আওলিয়াদের নিকট প্রার্থনা করবে না, তাদের কাছে কোন সাহায্য চাইবে না। কেননা মানুষের সকল প্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেদন-নিবেদন, প্রার্থনা ও সাহায্য সবকিছুই একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই জানাতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীছ থেকে বহু দলীল প্রমাণিত আছে। আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ আঁকড়ে ধরা একান্ত কর্তব্য। কোন প্রকারেই আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপনকারীদের সাথে এবং বিদ'আতীদের সাথে মিলিত হওয়া বা তাদের সাথে কোন বিষয়ে আপোষ করা এবং তাদের অন্ধ অনুকরণ করা, কোন প্রকারেই ঠিক হবে না। কেননা কোন মুসলমান যদি শিরককারী ও বিদ'আতীদের সাথে কোন বিষয়ে আপোষ করে, তাদের অন্ধ অনুকরণ করে, তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাহ'লে ঐ মুসলমানের আমল ও আক্বীদা সব নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে তাদের সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনকি তার দুনিয়া ও আখিরাত সব বরবাদ হয়ে যাবে। (সর্ব বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন)। পরিশেষে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সালাম)-এর প্রতি, তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি এবং তাঁর সাথীদের প্রতি আল্লাহ্ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। আমীন।

পীর-মুর্শিদ, অলী-আওলিয়াদের সম্পর্কে কতিপয় ভুল ধারণা

১. অনেকেই মনে করেন যে, পীর-মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়ারা গায়েবের খবর রাখেন, ক্ববরে শুয়ে থেকে মানুষের আবেদন-নিবেদন শুনতে পান, মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন, দুনিয়া পরিচালনার ব্যাপারে তাদের হাত আছে। এই সমস্ত ধারণা সবই ভিত্তিহীন। ঐ সমস্ত পীর-মুর্শিদ তো দূরের কথা এমনকি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী রাসূলগণও এই সমস্ত বিষয়ে কোন ক্ষমতা রাখেন না।

২. পীর-মুর্শিদ, গাউস-কুতুব, যামানার মুজাদ্দিদ, ওলিয়ে কামেল, পীরে কামেল ইত্যাদি এই সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করে কাউকে উপাধি দেওয়া বা নিজে উপাধি গ্রহণ করা জায়েয নয়।

৩. অনেকে মনে করেন যে- ঐ সমস্ত নেংটা ফকীর, মাথায় জট ওয়ালা ফকীর, ৫-১০ কেজি ওজনের লোহার শিকল গলায় ঝুলানো ফকীর ইত্যাদি ওদের কাছে অনেক কিছু আছে। এ সমস্ত ধারণা করা কোন্ ধরনের বোকামি শিক্ষিত ভাইরা একটু ভেবে দেখবেন কি? হ্যাঁ ঐ সমস্ত ফকীরদের কাছে যা কিছু আছে তাহলো চরম বেহায়াপনা ও শয়তানী, আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী, চরম দুর্গন্ধ ও বৈরাগ্যপনা। এসবগুলিই হারাম কাজ।

৪. যে কোন ক্ববরে, মাযারে, পীর-মুর্শিদ ও ফকীরদের দরবারে এবং দয়াল বাবা ও খাজা-বাবাদের নামে ডেক চড়িয়ে ঐ সমস্ত জায়গায় আগরবাতি, মোমবাতি ও ধুপ জ্বালানো, আতর ও গোলাপ জল ছিটানো, ফুল দেয়া, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল, টাকা-পয়সা ইত্যাদি জিনিসপত্র হাদিয়া ও মানত দেয়া সবই

হারাম। এমনিভাবে তাদের নিকট কোন কিছু চাওয়া, প্রার্থনা করা, যে কোন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আবেদন-নিবেদন করা, ঐ সমস্ত কবরে মাযারে সিজদা করা এগুলি পরিষ্কার শিরক ও হারাম। এছাড়া ঐ সমস্ত কবরে-মাযারে ও দরবারে এবং অন্য যেকোন স্থানে তবলা, হারমোনিয়াম, দোতারা, এ সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজানো এবং বিভিন্ন ধরনের গান বাজনা করা হারাম- এতে কোন সন্দেহ নেই।

৫. অনেকেই মনে করেন যে, বিনা অযূতে বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীর নাম উচ্চারণ করলে মাথা কাটা যায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, আড়াইটা পশম উঠে যায়। অনেকেই ধারণা করেন যে, বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীর অসীলায় বাগদাদে কবরের আযাব মাফ- সেখানে কবরের আযাব হয় না। আব্দুল কাদের জিলানী গায়েবের খবর রাখেন, মানুষদেরকে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন ইত্যাদি। এ সমস্ত কথা ও ধারণা সবই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা শুধু তাই নয়, যিনি এ সমস্ত কথা বিশ্বাস করবেন, তিনি খাঁটি মুশরিক হিসাবে গণ্য হবেন।

৬. অনেকেই কোন কোন পীরকে হক্কানী পীর বলে সনদ দিয়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, কারণ কোন হক্কানী আলেম নিজেকে কোন দিনই পীর বলে দাবী করেন নি।

পরিশেষে আল্লাহ্ আমাদেরকে সকল প্রকার শিরকী ও বিদ'আতী কার্যক্রম এবং ভ্রান্ত অ-সীলা ধরা হ'তে মুক্ত হয়ে খাঁটি তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ তাওফিক দান করুন। আমীন।

আল্লাহ তাওফীক দানকারী এবং মহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

التوحيد والشرك

إعداد :
الشيخ أبو الكلام أزآد

إصدارات المكتب من الكتب

শিরকের বাহন

ড. ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ আল বুরায়কান

অনুবাদঃ বাংলা বিভাগ

بنغالي 1401045

আস-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

E.mail: sulay@w.cn

وسائل الشرك

কিভাবে

তাওহীদের দিশা পেলাম?

লেখক

মুহাম্মাদ বিন জামীল যায়নূ

অনুবাদ

মুহাম্মাদ শামাউন আলী

সম্পাদনা

আব্দুল মান্নান তালিব

بنغالي 1401044

আস-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

E.mail: sulay@w.cn

التوحيد والشهادتين

হিছনুল মুসলিম

কুরআন ও হাদীছ থেকে সংকলিত

দৈনন্দিন যিকর ও দু'আর সমাহার

লেখকঃ সাঈদ বিন আলী বিন ওয়াহাফ আল-কাহত্বানী

অনুবাদঃ মুহাঃ এনামুল হক

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

بنغالي 1401003

আস-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

E.mail: sulay@w.cn

حصن المسلم

তাওহীদ এবং কালিমা

ত্বাইয়িবার তাৎপর্য

অনুবাদঃ আবুল কালাম আযাদ

بنغالي 1401043

আস-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

E.mail: sulay@w.cn

كيف اهتديت إلى التوحيد

التوحيد والشرك

إعداد

قسم الجاليات بالمكتب
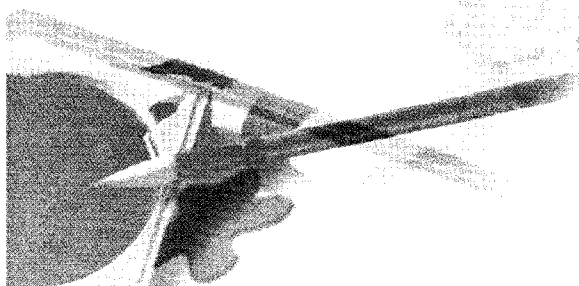
...ب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

/١٤١٩ الرياض/١١٤٣١ هاتف/٢٤١٠٦١٥ ناسوخ/٢٤١٤٤٨٨-٢٣٢

البريد الإلكتروني/ sulay@w.cn